RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৮, সংখ্যা: ২২, কোচবিহার, শুক্রবার, ১ নভেম্বর - ১৪ নভেম্বর, ২০২৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮

Vol: 28, Issue: 22, Cooch Behar, Friday, 1 November - 14 November, 2024, Pages: 8, Rs. 3

রাসমেলার প্রস্তুতি শুরু, হল খুঁটি পুজো

দেবাশীষ চক্রবর্তী, কোচবিহার: পুজো শেষ। এবারে রাসমেলা। ৪ নভেম্বর সোমবার কোচবিহার রাসমেলার মাঠে খুঁটি পুজোর করে মেলার কাজের সূচনা করেন কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। মেলা প্রস্তুতি শুরু হলেও তা কুড়ি দিন না পনেরো দিন চলবে তা নিয়ে বিতর্ক রয়ে গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, কোচবিহার রাসমেলা উত্তর-পূর্ব ভারতের সব থেকে বড় মেলা। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রচুর ব্যবসায়ী ওই মেলায় অংশ নেন। মেলা কুড়ি দিন হলে ব্যবসায়ীরা লাভের মুখ দেখতে পান। সবদিক ভেবেই আমরা ওই প্রস্তাব নিয়েছি। তা নিয়ে প্রশাসনকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। আশা করছি প্রশাসন সেভাবেই ব্যবস্থা নেবে।”

কোচবিহারের রাসমেলা দু'শো বছরের বেশি সময় ধরে হয়ে আসছে। এই মেলা ঘিরে আবেগ রয়েছে জেলার মানুষের মধ্যে। প্রত্যেক বছরই মেলার আয়োজন কিছুটা হলেও বড় করার চেষ্টা করা হয়। এবারেও মেলার পিছনে প্রায় এক কোটি টাকা খরচের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। মেলায় বেশ কিছু টলিউড-বলিউডের নামী শিল্পীদের এনে নানা অনুষ্ঠান করার কথা ঠিক হয়েছে। এছাড়া থাকবে সার্কাস, নাগরদোলার মতো বিনোদন। মেলায় কয়েক লক্ষ মানুষের সমাগম হয়। প্রায় তিন হাজারের বেশি দোকান বসে মেলায়। সেখানে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা তো বটেই বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরাও পসরা নিয়ে হাজির হবেন। এছাড়াও নেপাল, ভুটান, মায়ানমারের ব্যবসায়ীরাও পসরা নিয়ে হাজির হবেন। সব কথা ভেবেই কুড়ি দিনের প্রস্তাব নেওয়া হয়। এবারে সবমিলিয়ে কয়েক লক্ষ মানুষের সমাগম মেলায় হবে বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। সবদিক ভেবে নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে দেওয়া হয়েছে মেলা প্রাঙ্গণ। কোচবিহার মদনমোহন মন্দিরের রাস উৎসবকে কেন্দ্র করেই বসে রাসমেলার আসর। ১৫ নভেম্বর মদনমোহন মন্দিরে বিশেষ পুজোর মধ্যে দিয়ে রাস উৎসবের সূচনা হবে। ওই উৎসব পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন কোচবিহার দেবোত্তর ট্রাস্ট বোর্ড। ১৬ নভেম্বর শুরু হবে রাসমেলা। রাসমেলার আয়োজনে রয়েছে কোচবিহারে পুরসভা। কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ জানান, এবারে মেলায় প্রায় তিন হাজার দোকানি তাদের পসরা নিয়ে হাজির হয়েছেন। কুড়ি দিন ধরে তাদের যাতে কোনও অসুবিধে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে মেলার মাঠে প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ ছাড়াও নেপাল ও ভুটান থেকেও শীতের পোশাক নিয়ে হাজির হয়েছেন ব্যবসায়ীরা। সেই সঙ্গে সার্কাস, নাগরদোলা, মৃত্যুকূপ মেলার আকর্ষণ বাড়িয়ে দিয়েছে। তিনি আরও জানান, মেলার কয়েকদিন ধরেই রাসমেলার মঞ্চে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলবে। সেই মঞ্চে কলকাতা-মুম্বইয়ের অনেক নামী শিল্পীরা অংশ নেবেন।

লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগমে যে কোনও অপরাধমূলক কাজ সংগঠিত করতে পারে দুষ্কৃতীরা, সে কথা ভেবেই নিরাপত্তার চাদর বিছিয়ে দেওয়া হবে।

নাবালিকা ধর্ষণ নিয়ে আন্দোলন

দেবাশীষ চক্রবর্তী, কোচবিহার: অষ্টম শ্রেণির এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল। ২৩ অক্টোবর ঘটনাটি ঘটে কোচবিহারের ডাওয়াগুড়িতে। ২৫ অক্টোবর তা নিয়ে কোচবিহার কোতয়ালি থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। ৫ নভেম্বর অভিযুক্ত আদালতে আত্মসমর্পণ করে। ওই ঘটনা নিয়ে ৫ নভেম্বর ওই গ্রামে গিয়ে বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল। তৃণমূলের কোচবিহার ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি আব্দুল কাদের হক ও মহিলা তৃণমূলের কোচবিহার জেলার সাধারণ সম্পাদিকা চন্দনা দে ভৌমিকের নেতৃত্বেই সেখানে যান তৃণমূল কর্মীরা। আব্দুল কাদের বলেন, “অভিযুক্ত যুবক বিজেপির বুথ সভাপতি। ওই ঘটনা বিজেপির চেহারা স্পষ্ট করে দিয়েছে। তারা মুখে অনেক কথা বলে। অথচ এখানে তাদের দলেরই বুথ সভাপতি অভিযুক্ত। বিজেপি নেতাদের নিয়ে তা নিয়ে কথা নেই।” ওই দিন দুপুরে অভিযুক্তের বাড়ির ভেতরে ঢুকে বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল। তৃণমূলের দাবি, অভিযুক্ত বিজেপির নেতা। তার কড়া শাস্তির দাবি করেন শাসক দলের কর্মীরা। বিজেপি অবশ্য দাবি করেছে, তাদের দলের কেউ ওই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত নয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২৩ অক্টোবর কোচবিহার শহর সংলগ্ন এলাকায় এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। ২৫ অক্টোবর তা নিয়ে কোচবিহার কোতয়ালি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। নাবালিকার পরিবারের তরফে দাবি করা হয়, ওই দিন দুপুরে ওই ছাত্রী বাড়িতে একা ছিলেন। পরিবারের বাকি সদস্যরা ব্যক্তিগত কাজে প্রত্যেকেই বাইরে ছিলেন। সেই সুযোগে প্রতিবেশী এক যুবক ওই বাড়িতে ঢুকে নাবালিকার উপর অত্যাচার শুরু করে। নানাভাবে নাবালিকা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেও লাভ হয়নি। এদিন তৃণমূলের একটি প্রতিনিধি দল ওই গ্রামে যায়। সে সময় গ্রামবাসীরা সেখানে জড়ো হয়। অভিযুক্তের বাড়ির ভেতরে ঢুকেও বিক্ষোভ দেখানো হয়। বিজেপির কোচবিহার জেলার সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু বলেন, “তৃণমূলের অভিযোগ ভিত্তিহীন। তারাই এ সব ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকে তা রাজ্যের মানুষ জানেন।”

এদিন সিটিজেন ফর জাস্টিসের পক্ষ থেকে সংস্থার সভাপতি নীহার হোড় -এর নেতৃত্ব দশ জনের প্রতিনিধি দল নিগৃহীতার বাড়িতে যায়। নিগৃহীতার বাবা-মা ও ঠাকুমার সঙ্গে কথা বলেন প্রতিনিধি দলের সদস্যেরা। এলাকার লোকজনের সাথেও বিষয়টি নিয়ে কথা বলা হয়। প্রতিনিধি দলে কার্যকরী কমিটির সদস্য বহ্নিশিখা দেব, রাজা পাল চৌধুরী, আসিফ আলম উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন আইনজীবী তাপস রায় ও এলাকার বিশিষ্ট শিক্ষক পরিতোষ সরকার মহাশয়। সিটিজেন্স ফর জাস্টিস, কোচবিহার -এর সভাপতি নীহার হোড় বলেন, “সমাজের সর্বত্র যেভাবে ছাত্রী সহ নারীদের উপর আক্রমণ বাড়ছে তাতে আমরা নাগরিক সমাজ খুবই উদ্বিগ্ন। আমরা সংস্থার পক্ষ থেকে গত ২রা নভেম্বর কোচবিহার এসপি অফিসে ডেপুটেশন দিই। আজকে নিগৃহীতার বাড়িতে গিয়ে সরেজমিনে বিষয়টি নিয়ে খোঁজ খবর নিই। পরিবারের সাথে দীর্ঘ আলোচনার পর আমরা নিগৃহীতার বাবা- মা কে সহযোগিতার আশ্বাস দিই। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পারি, আজকেই ঘটনায় অভিযুক্ত কোর্টে আত্মসমর্পণ করেন। আমরা চাই দ্রুত দোষীর কঠোর শাস্তি হোক। নিগৃহীতার পরিবারের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে প্রশাসনকে কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়ার আবেদন জানাই। আমাদের আজকের পর্যবেক্ষণ আমরা দ্রুত তদন্তকারী অফিসারদের জানাবো।”

কড়া পদক্ষেপে ট্রাফিক দুর্ঘটনা কমছে, দাবি পুলিশের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: টানা নজরদারিতে কোচবিহারে পথ দুর্ঘটনা কমছে বলে দাবি করল কোচবিহার জেলা পুলিশ। ২ নভেম্বর শনিবার কোচবিহারে সাংবাদিক বৈঠক করে তথ্য পরিসংখ্যান তুলে ধরে ওই দাবি করলেন জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য। ওই সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কৃষ্ণগোপাল মিনা, ট্রাফিক ডিএসপি কতুবুদ্দিন খান। কোচবিহার পুলিশের দাবি, ২০২৪ সালে জানুয়ারি থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত পথ দুর্ঘটনা কমেছে। ২০২৩ সালে ওই সময়ের মধ্যে ৩৮৭ টি পথ দুর্ঘটনা হয়েছে। চলতি বছরে অক্টোবর মাস পর্যন্ত পথ দুর্ঘটনা হয়েছে ৩২১ টি। পুলিশের আরও দাবি, পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যুর হার কমেছে। ওই সময়ে ২০২৩ সালে ১৯৩ জনের পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছিল। তবে এবছর অক্টোবর মাস পর্যন্ত পুলিশের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী এই জেলায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ১৭২ জনের। এছাড়াও জেলা জুড়ে বিভিন্ন পথ দুর্ঘটনায় গত বছরে ৩৫৩ জন আহত হয়েছিলেন। এবছরে এখনও পর্যন্ত ২৫৬ জন পথ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন। কোচবিহারের পুলিশ লাইনে শনিবার সাংবাদিক বৈঠক করে পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বলেন, তুলনামূলকভাবে গত বছরের তুলনায় এবছরে পথ দুর্ঘটনা কমেছে। পাশাপাশি মৃত ও আহতের সংখ্যা কমেছে। তবে যাতে এই ধরনের ঘটনা না ঘটে তাই ট্রাফিক আইন মেনে চলতে হবে। সাধারণ মানুষকে আরও সজাগ হতে হবে। পথ দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে আনতে ইলেকট্রনিক ট্রাফিক সিস্টেম চালু, টোটো রিক্সা চলাচলে বিধি লাগু সহ একাধিক সতর্কতা নেওয়া হয়েছে।

ট্রাফিক নিয়ে দীর্ঘসময় ধরে কোচবিহারে নানা অভিযোগ ছিল। বিশেষ করে জাতীয় ও রাজ্য সড়কে একাধিক দুর্ঘটনাও ঘটেছে। সেই সব ঘটনা নিয়ে পুলিশের উদ্বেগ বাড়ছিল। কিভাবে দুর্ঘটনা কমানো যায় তা নিয়ে বৈঠকের পর বৈঠক করেন পুলিশ কর্তারা। এরপরেই বাড়িয়ে দেওয়া হয় নজরদারি। দুর্ঘটনার মধ্যে বেশিরভাগ ঘটনা ছিল মোটরবাইক নিয়ে। সে জন্যে বাইক চালক ও আরোহীর হেলমেট ব্যবহার বাধ্যতামূলক করার উপর জোর দেওয়া। প্রচুর জরিমানাও করা হয়। সেই সঙ্গে গাড়ির গতি কমানোর উপরেও জোর দেওয়া হয়। বেপরোয়া গাড়ি চলাচলের বিরুদ্ধেও অভিযান করে জরিমানা করা হয়। তাতেই দুর্ঘটনার সংখ্যা কমে আসতে শুরু করে বলে পুলিশের দাবি।

আগুন লেগে পুড়ে গেল নিগমের বাস, আতঙ্ক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: গ্যারেজে দাঁড়িয়ে থাকা উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের একটি বাসে আচমকা আগুন লেগে আতঙ্ক ছড়াল কোচবিহারে। ৫ নভেম্বর মঙ্গলবার বেলা ১২ টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে কোচবিহার থানা সংলগ্ন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের একটি বাসে। গোটা এলাকা ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। স্থানীয় মানুষজন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন। ঘটনাস্থল থেকে এক কিলোমিটার দূরেই ছিল দমকল কেন্দ্র। ঘটনাস্থল থেকে নিগমের এক কর্মী দ্রুত বাইক নিয়ে দমকল কেন্দ্রে পৌঁছান। দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। নিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের ওই গ্যারেজে মূলত দূরপাল্লার গাড়িগুলিকে দাঁড় করিয়ে পরিষ্কার ও মেরামত করা হয়। এদিনও ওই গ্যারেজে সেখানে পর পর বেশ কয়েকটি গাড়ি দাঁড় করানো ছিল। গাড়ি মেরামতির কাজও চলছিল। সেই সময় আচমকা একটি বাসে আগুন লেগে ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ে। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয় মানুষ। সেখান থেকে সামান্য দূরেই দমকল কেন্দ্র। খবর পেয়ে দ্রুততার সঙ্গে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। ধারণা করা হচ্ছে, শর্ট সার্কিট থেকে ওই আগুন লেগেছে। ঘটনাস্থলে যান উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়। তিনি বলেন, “বাসে আগুন লাগার কথা শুনে ঘটনাস্থলে যাই। একটি বাস পুড়ে গিয়েছে। আগুন আরেকটি বাসে ছড়ানোর আগেই তা নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। ঘটনার কারণ জানার চেষ্টা করা হচ্ছে।”

পরিবেশ রক্ষায় গাছকে ফোঁটা

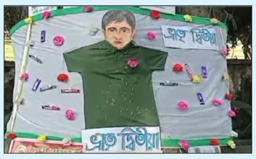

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ভাইফোঁটার আনন্দে যখন সবাই মেতে উঠেছে, সেই সময় পরিবেশ রক্ষার বার্তা দিয়ে ফোঁটা দেওয়া হল গাছেও। ৪ আগষ্ট রবিবার কোচবিহার শহরে 'আস্থা' নামে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পক্ষ থেকে ওই ফোঁটার আয়োজন নেওয়া হয়। কোচবিহার স্টেশন মোড় থেকে রেলঘুমটি যাওয়ার রাস্তায় একটি পুরনো তল্পি গাছ রয়েছে। সেই গাছেই একটি ফেস্টুন বেঁধে দেওয়া হয়। যেখানে একজন মানুষের ছবি ছিল। সঙ্গে বেশ কিছু পোস্টারে গাছ রক্ষার বার্তা দেওয়া হয়। সেই গাছেই ফোঁটা দেওয়া হয়। এছাড়া ওই সংস্থার পক্ষ থেকে বিভিন্ন পশুকেও ফোঁটা দিয়ে খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। সংস্থার পক্ষে শঙ্কর রায় বলেন, “ভাইফোঁটায় দিদিরা ফোঁটা দিয়ে ভাইদের দীর্ঘায়ু কামনা করে। আমরাও গাছকে ফোঁটা দিয়ে সেই কামনা করছি। কারণ একটি গাছ আমাদের অক্সিজেন দেয়, ছায়া দেয়। এছাড়াও পশুদেরও মঙ্গল কামনা করে ফোঁটা দেওয়া হয়েছে।” এছাড়া এদিন একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পক্ষ থেকে বোনফোঁটার আয়োজন করা হয়।

কালী পুজোর রাতে বৃষ্টি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: কালী পুজোর রাতে আচমকা বৃষ্টিতে জল জমল মণ্ডপের সামনে। ওইদিন প্রায় এক ঘন্টা ধরে মুষলধারে বৃষ্টি হয়। তাতে মণ্ডপের সামনে জল নিমিষেই উধাও হয়ে গেল ভিড়। কোচবিহার। বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হয়েছে কোচবিহার, তুফানগঞ্জ, মাথাভাঙ্গা, দিনহাটার বিভিন্ন জায়গায়। সমস্যায় পড়তে হয় পুজো উদ্যোক্তাদের। কোচবিহারের এক পুজো কমিটির সদস্য জানিয়েছেন, এদিন রাতে তান্ত্রিক মতে পুজো শুরু হয়। বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হওয়ায় কিছুটা হলেও সমস্যায় পড়তে হয় দর্শনার্থীদের। বৃষ্টি শুরু হওয়ার আগে তুফানগঞ্জের প্রতিটি রাস্তায় ও পুজো মণ্ডপ গুলোতে ভিড় ছিল চোখে পড়ার মত। বৃষ্টি শুরু হতে মুহূর্তেই মধ্যেই রাস্তা ফাঁকা হয়ে যায়।

উত্তরবঙ্গ মেডিক্যালে বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা, লাগছে ‘হাই সিকিউরিটি ডোর’

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা কর্মীর সংখ্যা, বসতে চলেছে হাই সিকিউরিটি দরজা। ডাক্তারদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে বসতে চলেছে নতুন ‘হাই সিকিউরিটি ডোর’। প্রথম দফায় ২৮ টি নতুন এই অত্যাধুনিক সিকিউরিটি ডোর বসতে চলেছে। বিভিন্ন বিভাগের চিকিৎসকদের জন্য নির্ধারিত ঘরগুলোতে এই ‘হাই সিকিউরিটি ডোর’ লাগানো হবে। দরজার বাইরে থাকবে ‘ফিঙ্গার প্রিন্ট মেশিন’, সেখানে সংশ্লিষ্ট বিভাগের চিকিৎসকদের হাতের ছাপ আগে থেকে ইনস্টল করে রাখা হবে। ওই সকল চিকিৎসকদের আঙুলের ছাপ মেশিনে দিলেই খুলবে দরজা। ওয়েবেলের তরফে ইতিমধ্যেই উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পরিদর্শন করে সমস্ত বিষয়টি খতিয়ে দেখা হয়েছে। খুব দ্রুত কাজ শুরু হয়ে যাবে। এছাড়াও নতুন করে আরও ৪১ টি সিসিটিভি ক্যামেরা ক্যাম্পাস ও হাসপাতাল চত্বরে লাগানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সবমিলিয়ে একেবারে নতুন করে নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার সঞ্জয় মল্লিক বলেন, “আমাদের মেডিক্যাল কলেজে প্রথম দফায় ২৮ টি ‘হাই সিকিউরিটি ডোর’ লাগানোর প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। এছাড়াও একাধিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে।” জানা গিয়েছে, আরজি করের ঘটনার পর দুটি ধাপে মোট ২১০ টি সিসিটিভি লাগানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সেই সিসিটিভিগুলো লাগিয়ে দেওয়ার কাজ প্রায় সম্পন্ন করেছে কর্তৃপক্ষ। নতুন করে আরও ৪১ টি সিসিটিভি লাগানোর কাজ করা হবে। ৬০ জন অতিরিক্ত বেসরকারি নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। আগে ৮০ জন নিরাপত্তাকর্মী ছিলেন। বর্তমানে সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪০ জনে। এছাড়াও নজরদারি বাড়াতে ক্যাম্পাস জুড়ে টহলদারি বাড়িয়েছে পুলিশ। পাশাপাশি ক্যাম্পাস বা হাসপাতালের দিকে যাতায়াতের জন্য যে সকল পথ ব্যবহার করতেন তা বন্ধ করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, কর্তৃপক্ষ ক্যাম্পাসে ৫০ টি নতুন শৌচাগার তৈরির কাজও হাতে নিয়েছে। আরজি কর ঘটনার পরে নেওয়া হয় এই সিদ্ধান্ত। এর মধ্যে ৪২ টি শৌচাগার ইতিমধ্যেই নির্মিত হয়ে গিয়েছে। বাকিগুলোর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার কাজ চলছে।

AIIMS কল্যাণীর মুকুটে জুড়ল নতুন পালক, চালু হল নতুন বিভাগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নদীয়া: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভার্চুয়াল উদ্বোধনের পরেই AIIMS কল্যাণীর মাথায় নতুন পালক। ২৯ অক্টোবর থেকে চালু হয়েছে কার্ডিয়াক ক্যাথ ল্যাব ও হার্ট লাং যন্ত্র। চালু হয় প্রধানমন্ত্রী জন ঔষধি পরিষেবা। AIIMS কল্যানী আগে চালু হলেও ছিল না কার্ডিয়াক বিভাগের ক্যাথ ল্যাবের পরিষেবা। যেটা চালু হওয়ায় ৩৯ টি বিভাগ হয় কেন্দ্রীয় এই স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে। এখনো টার্গেট ৪১টি বিভাগ চালু করা। AIIMS কল্যানী আশাবাদী যে, বাকি দুটি বিভাগও আগামীতে চালু হবে। এর আগে একাধিক বিভাগের চিকিৎসা পরিষেবার চালু হয়েছিল কল্যাণী এইমসে। প্রতিদিন নদীয়া সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি ভিন রাজ্য সহ বাংলাদেশ থেকেও বহু মানুষ চিকিৎসার জন্য এই প্রতিষ্ঠানে ভিড় জমান। স্বাভাবিকভাবেই কেন্দ্রের এই উন্নতমানের চিকিৎসা পরিষেবা পেয়ে খুশি ছিল গোটা দেশবাসী। নতুন করে আরোও গুরুত্বপূর্ণ এই দুটি বিভাগ চালু হওয়ায় আরোও উপকৃত হবে বলেই মনে করছেন সকলেই। এদিন উদ্বোধনের সময় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ সমিক ভট্টাচার্য, রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ জগন্নাথ সরকার, নদীয়া জেলার একাধিক বিধানসভার বিধায়ক অম্বিকা রায়, বঙ্কিম ঘোষ, অসীম সরকার, অসীম বিশ্বাস, স্বপন মজুমদার, সুব্রত ঠাকুর, পার্থ সারথী চ্যাটার্জী (বিধায়ক), শান্তনু ঠাকুর (ভার্চুয়াল), সাংসদ ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। এছাড়াও ছিলেন AIIMS কল্যাণীর চিকিৎসক, ফ্যাকাল্টি সহ ছাত্র-ছাত্রীরা।

উপনির্বাচনের আগে পোলিং বুথ পরিদর্শনে আধিকারিকরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার: উপনির্বাচনের আগে সাকোয়াঝোরা-১ এর বিভিন্ন পোলিং বুথ ও দুটি নাকা চেকিং পয়েন্ট পরিদর্শন করলেন আধিকারিকরা। ১৩ ই নভেম্বর আলিপুরদুয়ার জেলার মাদারিহাট বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে জোরকদমে প্রচার চালানো হচ্ছে। নির্বাচনকে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ করতে জোর প্রস্তুতি চলছে প্রশাসনিক মহলেও। ৩০ অক্টোবর মাদারিহাট বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ধূপগুড়ি মহকুমার বানারহাট ব্লকের বিভিন্ন ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন করেন ধূপগুড়ির মহকুমাশাসক পুষ্পা দোলমা লেপচা সহ পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকরা। উল্লেখ্য, জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি মহকুমার বানারহাট ব্লকের দুটি গ্রাম পঞ্চায়েত এই মাদারিহাট বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত।

“ব্রেক ফর ওয়াইল্ডলাইফ” কর্মসূচি পালন করল কার্শিয়াং বনদপ্তর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কার্শিয়াং: যেভাবে প্রতিনিয়ত ন্যাশনাল হাইওয়ে ও জাতীয় সড়কে বন্যপ্রাণী দুর্ঘটনা ঘটছে। সেই কথা মাথায় রেখে কার্শিয়াং ডিভিশন ও ঘোষপুকুর রেঞ্জের পক্ষ থেকে ২৬ অক্টোবর একটি সচেতনামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। ন্যাশনাল হাইওয়ের ও রাজ্য সড়কে দু'দিকে চা বাগান এবং ফরেস্ট এলাকার রয়েছে। সেখান দিয়ে প্রতিনিয়ত চিতাবাঘ ও হাতির আনাগোনা ঘটতে থাকে। এর আগেও বহুবার দুর্ঘটনায় চিতাবাঘের মৃত্যু হয়েছে। সেজন্য গাড়ির চালককে এই সমস্ত এলাকায় ধীরগতিতে গাড়ি চালানোর কথা বলা হচ্ছে। মূলত বন্যপ্রাণীরা চলাচল ও পারাপার করে থাকে এই রাস্তাগুলি দিয়ে। তাই বলা হয় যে সাধারণ মানুষ থেকে গাড়িচালক সকলে যাতে সচেতনভাবে গাড়ি চালান এবং বন্য প্রাণীদের বাঁচিয়ে রাখেন তাহলে পরিবেশ অনেকটাই ভালো থাকবে। এদিন ঘোষপুকুর বনদপ্তরের তরফ থেকে ঘোষপুকুর মোড়ে এই কর্মসূচির নেওয়া হয়।

হাসপাতালের পরিকাঠামো খতিয়ে দেখলেন রাজ্য সরকারের দুই প্রতিনিধি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: রাতের সাথী’র প্রকল্পের কাজ খতিয়ে দেখতে কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল পরিদর্শন করলেন রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের দুই প্রতিনিধি। ৬ আগস্ট বুধবার সকাল ১১ টা নাগাদ স্বাস্থ্য দফতরের জয়েন্ট ডিরেক্টর বহ্নিশিখা দে এবং ডেপুটি ডিরেক্টর অব হেলথ সার্ভিসেস নিতাই মন্ডল কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পৌঁছান। সেই সময় সেখানে মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ নির্মল কুমার মন্ডল, এমএসভিপি সৌরদীপ রায়, কোচবিহার জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কৃষ্ণগোপাল মিনা উপস্থিত। স্বাস্থ্য ও প্রশাসনের আরও একাধিক আধিকারিক সেখানে ছিলেন। সবাইকে নিয়ে একটি বৈঠক করেন স্বাস্থ্য দফতরের কর্তারা। পরে পুরো কলেজ ও হাসপাতাল ঘুরে দেখেন রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের দুই প্রতিনিধি। কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি সৌরদীপ রায় বলেন, “কলেজ ও হাসপাতালে ‘পথের সাথী’ প্রকল্পের কাজ খতিয়ে দেখতে দুই সদস্যের দল হাসপাতাল পরিদর্শন করেছেন। ওই প্রকল্পে আমরা ইতিমধ্যেই সমস্ত কাজ সম্পন্ন করেছি। তা দেখে সন্তুষ্ট হয়েছেন তাঁরা। হাসপাতালের বাকি সমস্যার কথাও শুনেছেন। সে সব বিষয়ে আশ্বস্ত করেছেন।” কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে মানুষের কাছে। কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, অল্প সময়ে হাসপাতালে একাধিক নতুন বিভাগ চালু হয়েছে। চিকিৎসক থেকে শুরু করে কর্মী সংখ্যা বেড়েছে। সেই সঙ্গে হয়েছে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন। অভিযোগ ছিল, কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পর্যাপ্ত পরিমাণে সিসিটিভি নেই, মহিলা চিকিৎসকদের জন্য আলাদা করে বিশ্রাম কক্ষ, শৌচাগার নেই। পানীয় জলের অব্যবস্থা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। এই অবস্থার মধ্যে ‘রাতের সাথী’ প্রকল্পে হাসপাতালেই নতুন করে ১৪০ টি সিসিটিভি বসানো হয়েছে। আগে থেকেই সেখানে ৯৬ টি সিসিটিভি চালু ছিল। সিসিটিভি মনিটরিং রুমও চালু করা হয়েছে। প্রত্যেক ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে মহিলা চিকিৎসকদের জন্য আলাদা বিশ্রাম কক্ষ ও শৌচাগার তৈরি করা হয়েছে। সেই সঙ্গে হাসপাতালের নিজস্ব নিরাপত্তা রক্ষীর সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। বাড়ানো হয়েছে পুলিশ কর্মীর সংখ্যাও। তার মধ্যে সমস্যাও রয়েছে। হাসপাতালের একাধিক বিভাগে চিকিৎসকের সংখ্যা কম রয়েছে, নিরাপত্তারক্ষী এখনও প্রয়োজনের তুলনায় কম রয়েছে। সে শুনে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন দুই প্রতিনিধি।

চা খেতে গিয়ে টোটো খুইয়েছিলেন, পুলিশের তৎপরতায় পেলেন ফিরে

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: মদের নেশা সর্বনাশা, এই কথা অনেকেই বলে থাকেন, কিন্তু সদ্য ঘটে যাওয়া শিলিগুড়ির একটি ঘটনার পর বলতেই হচ্ছে, চায়ের নেশাও হতে পারে সর্বনাশা। এই চায়ের নেশায় পড়েই নিজেরই রিক্সা খুইয়েছেন শিলিগুড়ির শুভজিৎ চৌধুরী। ঘটনাটি ঘটেছে বেশ কিছুদিন আগে। ই-রিক্সা চালক শুভজিৎ চৌধুরী এক যাত্রীকে নিয়ে শিলিগুড়ি হাসপাতালের সামনে থেকে হকার্স কর্নার, মহাবীরস্থান হয়ে এসএফ রোডে যায়। সেখান থেকে ওই যাত্রী শুভজিৎ বাবুকে নিয়ে জলপাই মোড়ের দিকে রওনা দেন। ই-রিক্সাটি রিজার্ভ করে নিয়েছিল ওই যাত্রী। আর এখানেই বিপত্তি। জলপাই মোড়ের কাছে গিয়ে ওই যাত্রী ই-রিক্সাটি থামাতে বলেন এবং একটি দোকান থেকে চা নিয়ে এসে শুভজিৎবাবুকে দেন। ব্যাস ওই পর্যন্তই। তারপর থেকে আর কিছুই মনে নেই রিক্সা চালক শুভজিৎবাবুর। যখন জ্ঞান ফেরে, তিনি দেখেন পকেটে টাকা পয়সা কিছুই নেই, উধাও তার টোটো অর্থাৎ ই-রিক্সা। এরপর পায়ে হেঁটেই শিলিগুড়ির দেবাশীষ কলোনীর ভাড়াবাড়িতে ফিরতে হয় শুভজিৎবাবুকে। ঘুমের নেশায় আচ্ছন্ন ছিলেন তিনি। অবশেষে ঠিক করে জ্ঞান ফিরলে দিশেহারা হয়ে গোটা ঘটনাটি নিয়ে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের শিলিগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন শুভজিৎ চৌধুরী। ঘটনা শুনে হকচকিয়ে যায় পুলিশও। গোটা ঘটনার তদন্তে নামে শিলিগুড়ি থানার অ্যান্টি ক্রাইম উইং এর পুলিশ। বিভিন্ন সূত্রকে কাজে লাগানোর পাশাপাশি শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল থেকে শুরু করে হকার্স কর্নার, মহাবীর স্থান এবং এসএফ রোডের বিভিন্ন সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে শিলিগুড়ি থানার এন্টি ক্রাইম উইং এর পুলিশ। অবশেষে মেলে সাফল্য। ২৫ অক্টোবর সন্ধ্যায় গোপন সূত্রে শিলিগুড়ি থানার এন্টি ক্রাইম উইং-এর পুলিশের কাছে খবর আসে যে, দেখা মিলেছে ওই ই-রিক্সার। তৎক্ষণাৎ টিম সাজিয়ে অভিযান চালানো হয়। আর অভিযানে মেলে সাফল্য। চুরি যাওয়া ই-রিক্সা সহ গ্রেপ্তার করা হয় উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়ার লক্ষীপুরের বাসিন্দা মোহাম্মদ নবীবকে। ধৃত এমন ঘটনা আগেও ঘটিয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। অভিযুক্ত মোহাম্মদ নবীবকে ২৬ অক্টোবর শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের শিলিগুড়ি থানার পুলিশ।

সামনেই আলু চাষ, শুরু হয়েছে শ্রমিক সঙ্কট

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ধান এখন উঠবে উঠবে করছে। এবারে আলুর পালা। অনেক জায়গায় আলুর খেত তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। বহু এলাকাতেই আলু খেত তৈরির কাজ শুরু করা হয়েছে। আর তা করতে গিয়েই শ্রমিক সঙ্কটের মুখে পড়ছেন কৃষকরা। একদিনের কাজ দু'দিনে করতে হচ্ছে। কৃষকরা জানান, আলু খেত তৈরি করতে প্রচুর শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। কিন্তু গ্রামের মানুষের একটি অংশ কাজের খোঁজে চলে গিয়েছেন ভিনরাজ্যে। আবার গ্রামে যারা দিনমজুরির সঙ্গে যুক্ত বেশি মজুরির আশায় তাঁরা ছুটছেন শহরের পথে। এই অবস্থায় অনেকেই মেশিনের খোঁজ করতে শুরু করেছেন। কিন্তু মেশিনে আলুর ক্ষেত্রে উৎপাদন কম হতে পারে আশঙ্কায় সে পথেও হাঁটতে চাইছেন না কৃষকদের বড় অংশ। একটি ফার্মার্স ক্লাবের সম্পাদক অমল রায় বলেন, “শ্রমিক সঙ্কট যেভাবে বাড়ছে তাতে মেশিনই একদিন একমাত্র পথ হবে। এটাই বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি। কৃষকরা ধীরে ধীরে বুঝবে।”

কোচবিহারে প্রধান ফসলগুলির মধ্যে আলু একটি। কৃষি দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, কোচবিহারে প্রায় ৩৬ হাজার হেক্টর জমিতে আলু চাষ হয়। কয়েক লক্ষ মানুষ আলু চাষ ও ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। কৃষকদের অনেকেই জানান, আলু চাষের জন্য প্রচুর শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। বিঘা প্রতি অন্ততপক্ষে ২০ জন। খেত তৈরি থেকে শুরু আলুবীজ রোপণ, এর পরে কয়েক সপ্তাহ ধরে স্প্রে এবং শেষে আলু তোলা এবং তা বাছাই করা সবেতেই শ্রমিক। একজন পুরুষ শ্রমিকের হাজিরা ৩০০ টাকা, মহিলা শ্রমিকের ২০০ টাকা। কিন্তু শহরে কাজ করলে কাজ করলে সারাদিন উপার্জন আরও বেশি হয়। এছাড়া ভিনরাজ্যে তো আয় অনেক বেশি। সে জন্যেই ওই পথে হাঁটছে সবাই। দিনহাটার এক কৃষক বলেন, “আলু চাষ আমরা শুরু করেছি। কিন্তু শ্রমিক পাওয়া খুব কষ্টকর। মজুরি কিছুটা বাড়িয়ে বললেও শ্রমিক পাওয়া কঠিন। তাই একদিনের কাজ দুদিন করতে হয়। চাষ পিছিয়ে যায়।”

দালালচক্র ভাঙতে মেডিক্যাল কলেজে অভিযান পুলিশের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: দালালচক্রের অভিযোগ পেয়ে কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে অভিযান চালিয়ে ৪ জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ২৮ অক্টোবর সোমবার সকাল সকাল ওই অভিযান শুরু করা হয়। ধৃতদের মধ্যে পিন্টু দাস নামে একজন দাবি করেন, তিনি একটি ল্যাবরেটরিতে কাজ করেন। তিনি নিজস্ব কাজে কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেকের সামনে গিয়েছিলেন। সেখানে এক রোগীর আত্মীয় শল্য চিকিৎসকের খোঁজ করছিলেন। তিনি তাঁকে একজন চিকিৎসকের ঠিকানা দিচ্ছিলেন সেই সময় পুলিশ তাকে আটক করে। তিনি তার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেন। কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার ও সহকারী অধ্যক্ষ সৌরদীপ রায় বলেন, "বর্হিবিভাগ থেকে ভুল বুঝিয়ে প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে রোগী নিয়ে যাওয়ার একটি দালালচক্র মেডিক্যাল কলেজে সক্রিয় রয়েছে বলে আমরা অভিযোগ পেয়ে পুলিশি অভিযান হয়। এদিন বেশ কয়েকজনকে ধরা হয়। হাসপাতালের কেউ যুক্ত থাকলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।" কোচবিহার জেলা পুলিশের এক কর্তা বলেন, "হাসপাতাল দালালচক্র মুক্ত করতে আমাদের অভিযান চলবে।"

কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল অল্প সময়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছে। প্রতিদিন বর্হিবিভাগে আড়াই থেকে তিন হাজার রোগী ভিড় করেন। অভিযোগ, ওই রোগীদের প্রাইভেট চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার জন্যে একটি দালালচক্র সক্রিয় হয়ে রয়েছে। পুলিশ তদন্তে জানতে পেরেছে, একজন রোগী টার্গেট মতো নিয়ে যেতে পারলে দালালদের মেলে কমিশন। চিকিৎসক দেখানোর জন্য কমিশন মেলে আবার নির্দিষ্ট জায়গা থেকে পরীক্ষা বা ওষুধ কেনার জন্যেও দালালদের দশ থেকে পনেরো শতাংশ কমিশন মেলে। তা নিয়েই এবারে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ। সেই সঙ্গে হাসপাতালের ভেতরে বহিরাগতদের রুখতে রোগীর আত্মীয়দের লাল রঙের একটি কার্ড দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। ওই কার্ডে নির্দিষ্ট সময়ে দু'জন করে হাসপাতালের ভেতরে ঢুকতে পারবেন।

ফুটপাত ব্যবসায়ীদের জরিমানা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: বার বার সতর্ক করেও কাজ হয়নি। ফুটপাত দখলমুক্ত হওয়ার দিন কয়েকের মধ্যে আবার তা দখল হতে শুরু করে। তাই এবারে জরিমানার পথে হাঁটল কোচবিহার পুলিশ। সম্প্রতি কোচবিহার ভবানীগঞ্জ বাজারে অভিযান চালিয়ে ফুটপাত ব্যবসায়ীদের জরিমানা করা হয়। ২৯ অক্টোবর মঙ্গলবার কোতোয়ালি থানার আইসি তপন পালের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল ভবানীগঞ্জ বাজার চত্বরের এল দাস মোড় থেকে শিবকালী চৌপথি পর্যন্ত অভিযান চালানো হয়। ওই এলাকায় বহু ব্যবসায়ী ফুটপাথের উপরে পণ্য রেখে ব্যবসা করছিলেন বলে অভিযোগ। তাঁদের জরিমানা করা হয়েছে। ব্যবসায়ীদের কয়েকজন জানিয়েছেন, ফুটপাতে ব্যবসা করেই তাঁরা জীবিকা নির্বাহ করেন। পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করা হলে তাঁদের কর্মহীন হয়ে পড়তে হবে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এর আগে বহুবার ব্যবসায়ীদের সতর্ক করা হলেও কাজ হয়নি। পুরসভা ও পুলিশ কর্তাদের উপস্থিতিতে একাধিকবার ফুটপাথ থেকে পণ্য সরিয়ে দেওয়া হয়। ফের ফুটপাত দখলের অভিযোগ ওঠায় জরিমানার পথে হেঁটেছেন তারা।

কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে উপনির্বাচন, শুরু রুট মার্চ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: লোকসভার পর এবার উপনির্বাচনেও মোতায়েন করা হল কেন্দ্রীয় বাহিনী। ২৬ অক্টোবর দশ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী পৌঁছায় কোচবিহারের সিতাইয়ে। ২৭ অক্টোবর আরও পাঁচ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী পৌঁছায় সিতাইয়ে। পনেরো কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী ভাগাভাগি করে দিনহাটা ও সিতাই থানায় ভাগাভাগি করে রাখা হয়েছে। ওই বাহিনীর জওয়ানরা ইতিমধ্যেই উপদ্রুত এলাকা বলে পরিচিত সিতাইয়ের বেশ কিছু এলাকায় রুটমার্চ করতে শুরু করেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই বাহিনীকে দিনহাটা ও সিতাই থানায় রাখা হয়েছে। দিনহাটা থানার অধীন সিতাই বিধানসভার যে অংশ রয়েছে তার বেশ কয়েকটি এলাকা উপদ্রুত। গত কয়েক বছরে গিতালদহ, ওকরাবাড়ি, পুঁটিমারি, গোসানিমারি, ভেটাগুড়ির মতো এলাকায় বারে বারে রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। কয়েক বছর আগে তৃণমূলের দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ হত। গত কয়েক বছর ধরে শাসক দল তৃণমূল ও বিরোধী বিজেপির মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। তাতে বেশ কয়েকজন জখম হয়। গুলি ও বোমার চলার অভিযোগ হয়। খুনেরও অভিযোগ ওঠে। গত লোকসভা নির্বাচনে অবশ্য কোচবিহারে বড় কোনও অশান্তি ছড়ায়নি। কিন্তু ভেটাগুড়িতে দফায় দফায় উত্তেজনা ছড়িয়েছিল। ভেটাগুড়িতে প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ নিশীথ প্রামাণিকের বাড়ি। সেখানে বিজেপির ভালো সংগঠন রয়েছে। লোকসভার আগে তৃণমূল ওই এলাকায় চাপে ছিল। লোকসভা জয়ের পর অবশ্য পরিস্থিতি পাল্টায়। পুরনো জমি পুনরুদ্ধার করতে শুরু করে তৃণমূল। উপনির্বাচনে অবশ্য এখনও কোথাও তেমন ভাবে উত্তেজনা ছড়ায়নি। তার আগেই ঝুঁকি না নিয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনী নামিয়ে রুট মার্চ শুরু করানো হয়েছে। সিতাই বিধানসভার গিতালদহ, ভেটাগুড়ি ২, ওকড়াবাড়ি, গোসানিমারি, পেটলা থেকে শুরু করে বিভিন্ন এলাকায় রুট মার্চ শুরু করেছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। পুলিশ অধিকারিকরা জানিয়েছেন, আরও এক কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী আসবে স্ট্রংরুম পাহারার জন্য। পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা থাকবে বুথে বুথে। আগামী ১৩ নভেম্বর সিতাই বিধানসভার উপনির্বাচন। বিজেপির কোচবিহার জেলার সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু বলেন, "এর আগে আমরা দেখেছি কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ঠিকমতো কাজে লাগানো হয় না।" তৃণমূলের কোচবিহার জেলার চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মণ বলেন, "কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে প্রত্যেকবার ভোট হচ্ছে। জয় আমাদের হচ্ছে। এবারেও তাই হবে।"

বিজেপির এজেন্ট বসতে না দেওয়ার হুমকি জগদীশের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: বিজেপির এজেন্ট বসতে না দেওয়ার হুঁশিয়ারির অভিযোগ উঠল তৃণমূলের কোচবিহারের সাংসদ জগদীশ বসুনিয়ার বিরুদ্ধে। সম্প্রতি সিতাইয়ের একটি সভা থেকে তিনি ওই হুমকি দেন বলে অভিযোগ। বিজেপির দাবি, উপনির্বাচনেও সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করে রাখার চেষ্টা করছে বিজেপি। সে জন্যেই এমন হুমকি দিচ্ছে। জগদীশের স্ত্রী সঙ্গীতা রায়কে এবারে সিতাই উপনির্বাচনে প্রার্থী করেছে তৃণমূল। জগদীশ একটি সভায় বলেন "বিজেপি প্রার্থী এই নিয়ে চার বার ভোটে দাঁড়ালেন। দুইবার ফরওয়ার্ড ব্লকের হয়ে, দুইবার বিজেপির হয়ে। তিনবার তিনি হেরেছেন। চতুর্থবার তাঁকে এমন হারা হারাতে হবে যাতে আর কোনওদিন ভোটে না দাঁড়ান। তাঁর বুথে যাতে পোলিং এজেন্ট দিতে না পারেন সে ব্যবস্থা করতে হবে।" জগদীশের দাবি, সব মানুষকে তিনি তৃণমূলের কাছে টানতে বলেছেন। স্বাভাবিক ভাবেই বিজেপির লোক থাকবে না। সিতাই তৃণমূলের গড় বলেই

পরিচিত। ২০১৬ সাল থেকে পর পর দুইবার সিতাই কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের টিকিটে জয়ী হন জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনেও কোচবিহার আসনে বিজেপি জয়ী হলেও সিতাই বিধানসভা এলাকায় এগিয়েছিল তৃণমূল। ২০২১ সালে প্রায় দশ হাজার ভোটের ব্যবধানে বিজেপিকে হারিয়ে জয়ী হন জগদীশ। এবারের লোকসভা নির্বাচনে জগদীশ নিজেই কোচবিহার আসনে তৃণমূলের প্রার্থী ছিলেন। সিতাই থেকে আঠাশ হাজারের মতো ভোটে লিড নেন তিনি। তারপরেও উপনির্বাচন নিয়ে কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না শাসক দল। তাই শুরু থেকেই কোমর বেঁধে ময়দানে নেমে পড়েছে তারা। বিজেপির কোচবিহার জেলার সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু বলেন, "মানুষ ভয় দেখানো, ভোট দিতে না দেওয়া, বুথ দখল করে ছাপ্পা দেওয়া হল তৃণমূলের সংস্কৃতি। সে পথেই হাঁটছে তারা। স্বচ্ছ ভোট হলে কোথাও জয়ী হতে পারবে না তৃণমূল।"

বিজেপির সমর্থক থেকে আজ বিরোধী মাদারিহাটের নরেশ শৈব

নিজস্ব সংবাদদাতা, মাদারিহাট: মাদারিহাট উপনির্বাচনে পদ্মের কাঁটা হতে চলেছে দুই নির্দল প্রার্থী। প্রার্থী হবার জন্য ১৭ জন আবেদন করেছিল। ১৭ জনের মধ্যে একজন হলেন ছেঁকামারীর নরেশ শৈব। তিনিও প্রার্থীপদ চেয়ে আবেদন করেছিলেন। কিন্তু প্রার্থীপদ না পেয়ে বিজেপির নেতৃত্বদের উপর ক্ষোভ প্রকাশ করে নির্দল প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন এবং মনোনয়নপত্রও জমা দেবেন বলে জানিয়েছেন তিনি। তবে বিজেপি ছেড়ে নির্দল হিসেবে দাড়ানোর ফলে বিজেপির ভোট ব্যাংক কিছুটা হলেও কমার সম্ভবনা রয়েছে বলে রাজনৈতিক মহলে চর্চা চলছে। নরেশ শৈব জানান, দীর্ঘদিন ধরেই তিনি বিজেপি করে আসছেন। তবে লোকসভা ও বিধানসভার তপশিলি উপজাতির জন্য সংরক্ষিত আসনগুলির প্রার্থীপদ বাছাই নিয়ে বিজেপির একপেশে নীতির জন্য তিনি সহ বিজেপির প্রচুর কর্মী বিরক্ত। তিনি বলেন, "সব সম্প্রদায়ের মানুষ আমাকে চাইছেন কিন্তু অন্য সম্প্রদায়ের মানুষ বিজেপির ভোট রাজনীতিতে কোনও সুযোগ পান না। এদের কখনোই প্রার্থী করা হয় না। ফলে উপজাতি হয়েও এই জনজাতির বাসিন্দারা নিজেদের দাবী জনসম্মুখে রাখার সুযোগ পান না।" নিজেদের সম্প্রদায়ের সমস্যা তুলে ধরার পাশাপাশি তিনি বলেন মাদারিহাটের বিভিন্ন এলাকায় হাতির হানায় ক্ষয়ক্ষতি ও মৃত্যু বড় সমস্যা। এর সাথে মাদারিহাটে কলেজ ও হাসপাতাল তৈরি, বীরপাড়ায় রেলের ওভারব্রিজ, হলং রেলগেটে আন্ডারপাস, বীরপাড়ায় ডলোমাইট দূষণ বন্ধ করা সহ বিভিন্ন দাবিকে সামনে রেখে তিনি প্রচারে নামবেন। তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, স্থানীয় মেচ, রাভা সহ অন্যান্য সম্প্রদায়ের অধিবাসীরা বিজেপির বদলে তাকেই সমর্থন জানাবেন।

নিজের শিশুকন্যাকে খুনের অভিযোগে গ্রেফতার পিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, উত্তর দিনাজপুর: নিজের শিশু কন্যাকে খুন করার অভিযোগে গ্রেফতার বাবা। মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে ২৯ অক্টোবর রায়গঞ্জের সুদর্শনপুর এলাকায়। ঘটনায় শোরগোল পড়ে যায় গোটা এলাকায়। মৃত শিশু কন্যার নাম অদিতি সেন, তার বয়স মাত্র ৫ বছর। অভিযুক্ত পিতার নাম অরূপ সেন ওরফে তনু। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ২৯ তারিখ বিকালে মৃত শিশুটির বাবা আচমকাই ওই শিশু কন্যার অচেতন দেহ নিয়ে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজের জরুরী বিভাগে যায়। মেডিকেলের চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এদিকে ওই ব্যক্তি তার কন্যা সন্তানের মৃতদেহ নিয়ে বেরিয়ে যেতে গেলে চিকিৎসকরা ও মেডিকেলের কর্মীরা তাকে বাধা দেন। ঘটনায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। কর্তব্যরত পুলিশ পরিস্থিতি সামাল নেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। তারা ঘটনার তদন্ত শুরু করে। মৃত শিশুটির পিতাকে প্রথমে আটক ও পরে গ্রেফতার করা হয়। শিশুটির মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠায় পুলিশ। এদিকে কেন একজন বাবা তার নিজের শিশুকন্যাকে খুন করল তার কারণ হিসেবে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কুন্তল ব্যানার্জি সংবাদ মাধ্যমে যা জানান তা শুনলে শিউড়ে উঠতে হয়। তিনি জানান, শিশুটির বাবা জিজ্ঞাসাবাদে জানিয়েছেন তার অনেক ধার-দেনা হয়ে গিয়েছিল। তাই তার শিশুকন্যাকে খুন করে নিজেও আত্মঘাতী হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কোনও কারণে শেষ পর্যন্ত নিজে আত্মঘাতী হতে পারেননি। অন্যদিকে, স্থানীয় বাসিন্দাদের কথায় জানা যায় ওই ব্যক্তি মানসিকভাবে কিছুটা অসুস্থ। তবে অভিযুক্ত পিতাকে গ্রেফতার করে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সম্পাদকীয়

শব্দবাজি থেকে নিস্তার কোন পথে

শেষ হল দীপাবলি উৎসব। আলোর উৎসব ঘিরে বছরভর অপেক্ষা করে থাকেন সাধারণ মানুষ। আলো দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয় বাড়ি-ঘর থেকে গোটা এলাকা। সেই আলোর উৎসবে এক অতিকায় দানবের মতো ধ্বংসের বার্তা নিয়ে হাজির হয় শব্দবাজি। ফি বছর এই শব্দবাজির দাপটে অসুস্থ হয়ে পড়েন বহু মানুষ। মৃত্যুও ডেকে আনে কেউ। চিকিৎসকরা বার বার তা নিয়ে সতর্কবার্তা ছড়িয়ে দেন। পরিবেশপ্রেমী থেকে পুলিশ-প্রশাসনও ঘুরে ঘুরে সচেতনতা অভিযান চালায়। কিন্তু খুব একটা কিছু বদল হয় না। শব্দবাজির দাপট অক্ষুণ্ণ থাকে প্রত্যেক বছর। প্রশ্ন ওঠে, মানুষ কি শব্দবাজির খারাপ দিক গেলে জেনেও সে পথেই হাঁটতে চায়। না কি আনন্দে মশগুল হয়ে উঠতে ভুলে যায় আগামীর বিপদ। কিন্তু এভাবে চললে তো বিপদ বাড়তেই থাকবে। বিপদের হাত থেকে অতিশীঘ্র পৃথিবীকে রক্ষা করতে পথে নামতে হবে সবাইকে। না হলে এমন ভয়ঙ্কর বিপদের দিন আসতে খুব দেরি নেই।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদক	ঃ সন্দীপন পন্ডিত
কার্যকারী সম্পাদক	ঃ দেবাশীষ চক্রবর্তী
সহ-সম্পাদক	ঃ পার্থ নিয়োগী, কঙ্কনা বালো মজুমদার, বর্ণালী দে
ডিজাইনার	ঃ ভজন সূত্রধর
বিজ্ঞাপন আধিকারিক	ঃ রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক	ঃ বিমান সরকার

গল্প

লটারি

..... মৌমিতা মোদক

সৃজনি আর রোশনী ছোট থেকে পড়াশোনায় দুর্দান্ত, দুজনে সবসময় পাল্লা দিয়ে প্রথম আর দ্বিতীয় হয়। ৫/৬ মিনিটের ছোট বড় হবে ওরা। হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন, ওরা যমজবোন। দু'বোনই রুপে-গুণে-বিদ্যায় এবং বুদ্ধিতে কামাল হ্যা। ইসলামপুর জেলার একটা ছোট্ট গ্রাম শ্রীকৃষ্ণপুর। এখানেই রিতা তার স্বামী ও যমজ দুই মেয়েকে নিয়ে বসবাস করে। রিতার স্বামী অবনীলাল বাড়িতেই থাকেন, বাড়িতেই পৈতৃক ভিটেতে নিজেই সবজি চাষ করেন, ২টা ছেলে হেল্পার হিসেবে আছে আর রিতার লটারির দোকান, ভালোই বড় দোকান এবং ওই গ্রামের একমাত্র লটারির দোকান। চলেও খুব ভালো। রোজ সকালে বাড়ির কাজকর্ম সেরে মেয়েদের তৈরি করে স্কুলে পাঠিয়ে, রিতা দোকানে আসে, এসে গণেশ পুজো করে, ধূপকাঠি ধরিয়ে দিন শুরু। তারপর আস্তে আস্তে কাস্টমার আসা শুরু হয়। কেউ একটা লটারি টিকিট কেনে, কেউ বা গোটা লটটা ধরেই নিয়ে যায়। লটারি রিতার পরিবারের জন্য আশীর্বাদ হয়ে এসেছে। এখন আর আগের মত জল মুড়ি খেয়ে থাকতে হয় না, কতদিন না খেয়েও থাকতে হয়েছে, এখন আর সেরকম হয় না, স্কুলের মাহিনা দিতে পারত না, পূজার সময় একটাই নতুন জামা হত, সারা বছর আর কিছু কেনা হত না। সেই দুর্দশার দিন আজ আর নেই।

সব কিছু এত সহজে হয়নি, নিজের দুটো হাত পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হয়েছে লটারির দোকান বাঁচানোর জন্যে। আজ স্বরোজগার করে আরো বড় করেছে লটারির দোকান, সেই সাথে স্বামীর চাষবাসটা দেখে। চাষের ফসল নানা ধরনের সবজি ও ফল বিক্রি করে আসে ইসলামপুরে গিয়ে, আর কিছু পাঠায় শিলিগুড়ি। এই করে করে স্কুটি কিনে ফেলেছে, দোতলা ওঠাচ্ছে, সংসারে খরচা দিচ্ছে, আর কি চাই। বৃহস্পতিবার করে করে খুব লটারি বিক্রি হয়। বৃহস্পতিবারকে লক্ষীবার বলা হয়। গ্রামের লোকেরা মনে করে, লক্ষীবারে লটারি কাটলে টাকার বর্ষা হবে। তাই প্রত্যেক বৃহস্পতি মানে রিতার লটারির দোকান একদম দুর্গাপূজার ভিড় লেগে যায়।

কিন্তু সুখ সয় না পিঠে। ওর পিছনে পাড়ার একদল লোকেরা উঠে পরে লেগেছে, লটারির দোকান বন্ধ করবে বলে.. ওরা হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরে যায়। কারণ ওরা বেকার বসে আর একটা মেয়ে মানুষ কিনা ড্যাং ড্যাং করে দোকান চালাচ্ছে!! 'খোকন সেনা' নামের গুণ্ডাবাহিনী প্রায় এসে ঝামেলা করে, আজ আবার বৃহস্পতিবার, এত ভিড়, যে দোকানে তো আর পা রাখার জায়গা নেই। ওই খোকন সেনা এই সময় সেনাদের নিয়ে সপ্তাহ তুলতে আসে, রিতাও কম নয়, বিপদকে কিভাবে গলিয়ে দিতে হয়, তা ওর জানা আছে, গ্রামের মেয়ে কিনা, জুতো সেলাই থেকে চন্ডীপাঠ সব পারে, আর এরা তো কটা বাচ্চা ছেলে মাত্র। দোকানে এসে এরা যেই ক্যাচাল শুরু করে, রিতা থানায় ফোন করে, কিন্তু কেউ ফোন রিসিভ করল না। থানাতেও খোকন সেনার রাজ, কাজেই রিতাকে নিজের ঢাল নিজেই হতে হল। সে তারাতারি করে একমাত্র কর্মচারী লালিকে দিয়ে ধূপতি ধরিয়ে তাতে লন্কার গুরো ছিটিয়ে দিতে বলে। নিজে কথা বলে বলে খোকন সেনাকে ব্যস্ত রাখে যাতে লালি লুকিয়ে কাজটা করতে পারে। কথা কাটাকাটি হতে হতে ঝাল ধোঁয়ায় চোখ নাক জ্বলতে শুরু করতেই খোকন সেনা দে দৌড়, তারা পালিয়ে কুল পায় না। কাস্টমাররা তো ঝামেলা দেখে কেটে পরেছে আগেই। লোকাল থানায় একটা জিডি করে রাখে রিতা আজকের ঘটনা। বিকাল ৪.৩০ বাজার আগেই রিতা পৌছে যায় বাড়ি রোজকার মত। তারপর পুরো সময় মেয়েদের দেয়। রিতার ছোট মেয়ে রোশনী ক্যারাটে ভালো খেলে, অল ইন্ডিয়া ট্যালেন্টের মত শো জিতে এসেছে, সেই মেয়েকে আটকায় কে? সামনের আসছে মাসে রোশনীর বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতা রয়েছে, তার জন্য রিতার চেষ্টার শেষ নেই। দু'বেলা করে ক্যারাটে টিউশনে নিয়ে যাওয়া-আসা, বাড়ির কাজ রান্না বান্না, দুই মেয়ের পিছনে পরিশ্রম কম করে না রিতা। সেই মাহেন্দ্রক্ষণ চলে এল, ছোট মেয়েকে নিয়ে রিতার স্বামী বেরোলেন কলকাতায়, ফেরতও এলেন হাতে ট্রফি আর সোনার মেডেল নিয়ে। পাড়ার লোকের আনন্দ আর কে দ্যাখে! কে আবার? গোটা দুনিয়া দেখেছে, আজ ও দেখবে। ইসলামপুর 24 x 7 নিউজ চ্যানেল বাড়িতে এসেছে লাইভ খবর করবে বলে। রীতিমত ভিড় রিতার বাড়িতে। কিন্তু কেন জানি অবনীর মুখে কোনো কথা নেই, হাসি নেই। আর রোশনী বাড়ি এসেই শুয়ে পড়ল বিছানায়। রিতা কিছু একটা আঁচ করতে পেরে সবাইকে পরে আসার অনুরোধ করলেন, কোনোভাবে নিউজ চ্যানেলটিকে ইন্টারভিউটি দিল বাবা মেয়ে।

রিপোর্টার চলে যাবার পর রিতা অনেক জিগ্গেস করেও কিছু উত্তর কারোর থেকে না পেয়ে রোশনীকে নিয়ে বসল, রাত তখন প্রায় ৯ টা। সবার রাতের খাবার কমপ্লিট। সৃজনি ওর বাবার সাথে ঘুমাতে গেল আজ আর রোশনী মায়ের সাথেই থাকবে। রোশনীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেই রোশনী ফুপিয়ে কান্না শুরু করল, এভাবেই রাত ১২ টা বেজে গেল। হঠাৎ অবনীলাল আর বড় মেয়ে সৃজনি এসে হাজির আর দুজনেই থমথমে মুখ। অবনীলাল বললেন, কিছু বলার আছে, আর এখনি বলতে হবে, নাহলে অনেক দেরি হয়ে যাবে। রিতা - 'তো বলে ফেল না তারাতারি, তোমরা আসার পর থেকে এরকম থমথমে মুখ, আমার কিন্তু ভালো লাগছে না'। অবনীলাল- চল পাশের ঘরে পালিয়ে যাই। রিতা কথা না বাড়িয়ে গেল, মেয়েরাও গেল। তারপর অন্ধকারেই অবনী বলে উঠলেন - **happy birthday to you my dear wife.** ঠিক তারপরেই ২ মেয়ে একসাথে চেঁচিয়ে বলে উঠল 'happy birthday to you মা'। চিন্তার মেঘ কাটলো অবশেষে, কি কি ভেবে নিয়েছিলেন রিতা। বাবা মেয়ে প্লান করে এসব করেছে, ওদের প্লান ছিল মাকে ভয় দেখানো, তাই দুই বোনে ফোনে ফোনে সব প্লান করে নেয় আর অবনীলালকেও টিমে নিয়ে নেয়। অবনী ও বাচ্চাদের প্লানে কখনো বাধ সাধেননি, মেয়েদের সাথে উনিও বাচ্চা হয়ে যান মাঝে মাঝে। ঠিক ওইদিন শেষরাতে রিতার দোকানে কেউ আগুন লাগিয়ে দেয়। সে ভয়ংকর আগুন।

কাঁচা টাকার লোভে লোভেই ঝোঁক বাড়ছে গাঁজা চাষে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: গাঁজার বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযান শুরু করেছে পুলিশ ও আবগারি দফতর। গত এক মাস ধরে কোচবিহার জেলার মাঘপালা, চান্দামারি থেকে শুরু করে জেলার বিভিন্ন জায়গায় হাজার বিঘের উপরে জমির গাঁজা গাছ কেটে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। কোচবিহার জেলার পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, গাঁজা চাষের বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযান চলবে। গাঁজা চাষের সঙ্গে যুক্ত এক ব্যক্তির দাবি, এক বিঘে জমিতে ধান চাষ করে লাভ হয় পাঁচ থেকে ছয় হাজার টাকা। আর এক বিঘা জমিতে গাঁজা চাষ করে লাভ হয় ৬ থেকে ৭ লক্ষ টাকা। গাঁজার মান ভালো হলে সেই লাভের পরিমাণ আরও বেড়ে যায়। আর এখানেই কোচবিহারে গাঁজা চাষের প্রতি আগ্রহী করে তুলেছে বাসিন্দাদের একটি অংশকে। ফি বছর বিঘের পর বিঘে জমির গাঁজা খেত কেটে নষ্ট করে আগুন ধরিয়ে দেয় পুলিশ ও আবগারি দফতর। মামলা হয় অনেকের নামে, গ্রেফতারও হয়। তারপরেও ঝুঁকি নিয়ে রাজেনরা প্রতি বছর গাঁজা চাষ করেন। সেই গাঁজা ব্যাগ-বন্দি হয়ে চলে যায় ভিনরাজ্যে। আবগারি দফতরের গাঁজা চাষ হয় দুই সময়ে। একটিকে বলা হয় 'আষারি', অপরটি 'হেমতি'। ভালো মানের যে গাঁজা তা হয় আষার মাসেই। 'হেমতি'র চাষ শুরু হয় আরও তিন মাস পিছিয়ে। ইদানিং 'মণিপুরি' গাঁজার চাষও শুরু হয়েছে কোচবিহারে। ওই গাঁজার দাম সব থেকে বেশি। কিন্তু কোচবিহারের মাটিতে মণিপুরি গাঁজার চাষ ততটা সফল হচ্ছে না। চার থেকে পাঁচ মাসের মধ্যেই 'গাঁজা' গাছ পরিণত হয়। এরপরে সেই গাছ তুলে নেওয়া হয়। গাঁজা চাষিদের কয়েকজন জানিয়েছেন, গাঁজার জন্য উপযুক্ত বেলে ও দোয়াশ মাটি। যা নদী সংলগ্ন এলাকাতে বেশি পাওয়া যায়। তোর্সা, মানসাই, ধরলা, কালজানি নদীর দুই ধারের জমিতে গাঁজা চাষ কোচবিহারে। এক বিঘে জমিতে এক হাজারের বেশি চারা রোপণ করা হয়। তার মধ্যে কিছু চারায় ফুল আসে। তাতে গাঁজা ভালো হয় না। সেই গাছ জমি থেকে তুলে দিতে হয়। তারপরেও এক বিঘা জমিতে পাঁচ শতাধিক গাছ থেকে। একটি গাছ থেকে চার থেকে পাঁচ কেজির গাঁজা তৈরি হয়। আবার কিছু গাছ থেকে পরিমাণে কম পাওয়া যায়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ছোট শালবাড়ির এক চাষির কথায়, "এক বিঘে জমিতে ধান বা ভুট্টা চাষ করলে যা লাভ হয় তা দিয়ে ভালোভাবে চলা কঠিন। এক বছরের জন্যেও যদি এক বিঘা জমিতে সফল ভাবে গাঁজা চাষ করতে পারি তাহলে জীবনযাত্রা পাল্টে যাবে।"

জেসিপি দিয়ে দোকানঘর ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: জেসিপি দিয়ে এক বাসিন্দারা চারটি দোকানঘর ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ২ নভেম্বর শুক্রবার ঘটনাটি ঘটে কোচবিহারের কোতোয়ালি থানার হাড়িভাঙার ভবেরবাজারে। অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা হাঁড়িভাঙা অঞ্চল তৃণমূলের সভাপতি। তিনি অবশ্য ওই অভিযোগ পুরোপুরি ভিত্তিহীন বলে দাবি করে।

ভবেরবাজারের বাসিন্দা সামিম হোসেনের অভিযোগ, দোকানঘর থাকা একটি জমি নিয়ে তাদের মধ্যে দীর্ঘসময় ধরে শরিকি বিবাদ চলছে। তাদের বাড়ির পাশে নিজেদের একটি জমিতে চারটি দোকান ঘর রয়েছে তাঁদের। সেগুলি তাঁর বাবা জয়নাল মিয়াঁর নামে। তাঁর বাবার এক পিসি দীর্ঘদিন ধরে ওই জমির দাবি করেন। তা নিয়েই শুরু হয় বিবাদ। বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব হস্তক্ষেপ করেন। তা নিয়ে একটি সালিশি সভা হয় বলেও দাবি তাতেও কোনও ফয়সালা না হওয়ায় গত ৮ আগষ্ট ওই দোকানগুলিতে তৃণমূল নেতা আলম মিয়াঁর নেতৃত্বে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া বলে অভিযোগ। গত ১৫ আগষ্ট সেই তালা খুলে ফের ব্যবসা শুরু করেন সামিমরা। এবারে ফের তাঁদের হুমকি দেওয়া শুরু হয় বলে অভিযোগ। সামিম বলেন, "ওই তৃণমূল নেতা আলম হোসেন পাঁচ লক্ষ মতো টাকা দিলে বিষয়টি মিটিয়ে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছিলেন। আমরা তাতে রাজি হয়নি। এরপরেই দিন কয়েক আগে রাতের অন্ধকারে সশস্ত্র কিছু লোকজন দোকান ভাঙার চেষ্টা করে। এরপরেই শুক্রবার রাত ২ টা নাগাদ সশস্ত্র কিছু লোকজন জেসিপি নিয়ে এসে দোকান ভাঙচুর করেন। তিনি বলেন, "আমরা টের পেয়ে বাইরে বেরোনোর চেষ্টা করি। সেই সময় কয়েকজনকে সশস্ত্র অবস্থায় দেখি। কয়েকজনের মুখ ঢাকা ছিল। বোমাও ফাটানো হয়। তাই আর বের হতে পারিনি। পুলিশকে অভিযোগ জানাতে গেলেও তা নেওয়া হয়নি।"

অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা আলম মিয়াঁ সাংবাদিকদের বলেন, "আমার বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ তোলা হচ্ছে। আমি কখনও সালিশি সভায় যায়নি। টাকা চাওয়ার প্রশ্ন আসে না। এটা ওঁদের পারিবারিক বিষয়। পিসি ও ভাইপোর মধ্যে গণ্ডগোল। আমার কাছে এসেছিল। আমি প্রশাসনের কাছে যেতে বলি। আসলে ওঁরা বামফ্রন্ট করে বলে আমার নামে বদনাম দেওয়ার চেষ্টা করছে।" সামিম অবশ্য দাবি করেন, একসময় তাঁর বামফ্রন্ট করলেও তিনি এখন তৃণমূল করেন। তৃণমূলের কোচবিহার জেলার শীর্ষ নেতাদের একজন আব্দুল জলিল আহমেদ বলেন, "ওই ঘটনা পারিবারিক বিবাদ। দল এর মধ্যে নেই।"

আলু চাষে সারের কালোবাজারির আশঙ্কা

দেবাশীষ চক্রবর্তী, কোচবিহার: আলু চাষের সময় এগিয়ে আসতেই সারের কালোবাজারি শুরু হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, এর আগের বছরগুলিতে নির্ধারিত দামের থেকে কয়েকশো টাকা বেশি দাম দিয়ে সার কিনতে হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছিলেন কৃষকরা। শুধু তাই নয়, কেন বেশি দাম নেওয়া হচ্ছে, তা নিয়ে বেশি প্রশ্ন করলে অনেকে দোকানের মালিক সার বিক্রি করতে পারবেন না বলেও জানিয়ে দিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। আগের বছরগুলিতে কৃষি দফতরের পক্ষ থেকে একাধিক এলাকায় অভিযান চালিয়ে ব্যবস্থা নেওয়া শুরু হয়েছে। কোচবিহার জেলার এক কৃষি অধিকর্তা বলেন, "আমরা ধারাবাহিক ওই বিষয়ের উপর নজর রেখেছি। ইতিমধ্যেই বেশ কিছুক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। যেখান থেকে অভিযোগ আসছে খতিয়ে দেখে সে সব জায়গায় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।" এক সার ব্যবসায়ী বলেন, "আমরা নির্দিষ্ট দামেই সার বিক্রি করছি। যোগান কম থাকায় সরবরাহের ক্ষেত্রে কখনও ঘাটতি থাকে। কোথাও কোনও অভিযোগ থাকলে কৃষি দফতর খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নিতে পারে।"

কোচবিহার জেলায় এই সময়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শীতকালে সব থেকে বেশি আনাজ চাষ হয়। সেই সঙ্গে আলু চাষও শুরু হওয়ার মুখে। সে জন্য বাজারে সারের চাহিদাও শুরু হয়েছে। সিতাইয়ের কৃষক লোকমান ব্যাপারি অভিযোগ করেন, তিনি পনেরো বিঘে জমিতে আলু চাষ করেন। সে জন্য এবারে প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছেন। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে সার। তাঁর জিরানপুরের এক কৃষক বলেন, "ইউরিয়া, ফসফেট, ডিএসপি, পটাশ সবকয়টি সারের দাম বেশি। প্রায় দ্বিগুণ ছিল। আমাদের কোনও উপায় নেই বলে ওই টাকা দিয়েই কিনতে হয়েছে।" গ্রামের বাজারগুলিতে তেমন ভাবে কোনও নজরদারি না থাকায় বিক্রেতাদের আরও সুবিধে বেশি। সে জন্যে গ্রামে নজরদারি বাড়ানোর দাবি করা হয়েছে। কৃষকদের কয়েকজনের কথায়, "ছোট কৃষকরা বেশিরভাগই গ্রামের ছোট বাজারগুলির উপরে নির্ভরশীল। সেই সুযোগেই অনেকে কালোবাজারি করে।"

ছট পুজো পালন কোচবিহারে। ছবি- দেবরাজ সূত্রধর

দিনহাটা হাসপাতালে মিলছে না পরিষেবা, খোঁজ নিলেন উদয়ন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালের এক রোগী এবং তার পরিবারকে ফুসলিয়ে দিনহাটার একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করার অভিযোগ উঠল হাসপাতালের কর্তব্যরত এক মহিলা চিকিৎসকের বিরুদ্ধে। আর গোটা ঘটনা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে বিস্তারিত লিখে ক্ষোভ উপড়ে দিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। আর মন্ত্রীর সেই পোস্টের পরেই দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল পরিদর্শনে যায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধি দল। পরিদর্শনে গিয়ে হাসপাতালের একাধিক অবস্থা কথা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তারা। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মন্ত্রী লেখেন দিনহাটার এক মহিলা চিকিৎসক কোন এক রোগীকে কানে কানে বলে তার পেটের বাচ্চার অবস্থা খুব একটা সুবিধার নয়, দ্রুত প্রসব করাতে হলে রোগীকে বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে। আর এই কথা শোনার পর সেই রোগীর পরিবার দিনহাটার একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাদের রোগীকে নিয়ে আসে এবং সেখানে ২২ হাজার টাকার বিনিময়ে রোগীর অপারেশন হয়। হাসপাতালে রোগী বেসরকারি নার্সিংহোমে ভাগিয়ে নিয়ে আসার কথা মন্ত্রীর কানে পৌঁছাতেই তিনি সেই বেসরকারি হাসপাতালে মালিককে ফোন করেন এবং যে চিকিৎসক সেই রোগীর অস্ত্রপচার করেছে তাকেও ফোন করেন এবং মন্ত্রী নির্দেশ দেন রোগীর কাছ থেকে যেন একটি টাকাও না নেওয়া হয়। আর এই গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে আবারও শোরগোল ছড়িয়ে পড়ে। গতকালের এই ঘটনার পরেই আজ দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল পরিদর্শনে যায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধি দল। সেখানে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা ছাড়া উপস্থিত ছিলেন অনেকেই। আর সেখানে গিয়ে তারা হাসপাতালে চরম অবস্থায় কথা নিয়েও সরব হন। আর গোটা ঘটনা নিয়ে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল সুপার রঞ্জিত মন্ডল জানান, তারা যেসব অভিযোগ করেছে সেগুলির খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে এবং দ্রুত পরিষেবা আরোও কিভাবে ভালো করা যায় সে ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

শব্দবাজির দাপট অনেকটাই কমল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: এবারের পরীক্ষায় পাশ। কম নম্বর পেয়ে হলেও পাশ করল কোচবিহার জেলা পুলিশ। দীপাবলি থেকে শুরু করে ছট পুজোয় শব্দবাজির দাপট গত বছরের তুলনায় অনেকটাই কম ছিল। কিছু শব্দবাজি ফাটলেও গতবার রাতের মতো অবস্থা হয়নি কখনও। পুলিশ-প্রশাসন বাজির দাপট আটকানো অনেকটা সফলতা হিসেবেই দেখছে। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, কোচবিহার শহর থেকে সব জায়গায় পুলিশের ব্যবস্থা ছিল। ছট পুজোর জেলায় তোর্সা নদী থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি ঘাটে পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বারে বারে। বেআইনি বাজি নিয়েও সতর্ক করা হয়েছিল। সে জন্যেই সফলতা মিলেছে। কেউ কেউ অবশ্য দাবি করেছে, শব্দবাজির 'স্টক' শেষ হয়ে গিয়েছিল। সে কারণেই বাজির দাপাদাপি কমে গিয়েছিল। সেক্ষেত্রেও অবশ্য পুলিশ নিজেদের সফলতা দাবি করেছে। পুলিশের দাবি, কালীপুজোর আগে এবারে কোটি টাকার উপরে শব্দবাজি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। সে কারণেই বেআইনি বাজি মজুতের সংখ্যা কমে যায়। কোচবিহারে পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য নিজেও দীপাবলির রাত থেকে শুরু করে ছট পুজোর একাধিক ঘাট পরিদর্শন করেন। তিনি জানান, সব জায়গায় পুলিশি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কোচবিহার সাধারণত ছটপুজোর দুইদিন বাজির দাপট দেখা যায়। এবারেও তেমনটা হবে ধরে নেওয়া হয়েছিল। বিশেষ করে এদিন ক্রিকেট বিশ্বকাপের ফাইনালে ভারত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় তা আরও বাড়বে ধরে নেওয়া হয়েছিল। আদতে তা হয়নি। পরিবেশপ্রেমী অরূপ গুহ বলেন, "বেআইনি বাজি পুরোপুরি বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। শুধু পুলিশ-প্রশাসন নয়, তার ক্ষতিকর দিকগুলো চিন্তা করে সাধারণ মানুষকে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। এবারে ছট পুজো বিশ্বকাপের ফাইনালে বাজির দাপট কম ছিল। এটার ধারাবাহিকতা রাখতে হবে।"

আবাসের হিসেবে গরমিল, দুর্নীতির অভিযোগ বিরোধীদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা: আবাসে গরমিল। কোথাও নাম থাকছে না প্রকৃত উপভোক্তাদের। কোথাও আবার যার নাম থাকছে সেখানে অন্যজনের একাউন্ট নাম্বার আপডেট করা হচ্ছে। এবার বড় দুর্নীতির আশঙ্কা করা হচ্ছে। এটি মালদা জেলার চাঁচল ২ নং ব্লকের ধানগাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ললিয়াবাড়ির ঘটনা। স্থানীয় বাসিন্দা নাজমুল হকের অভিযোগ, তাদের পাকা বাড়ি নেই। টিনের চালে বসবাস করে। আবেদন করেছিলেন আবাসের ঘরের জন্য। নাম ছিল তালিকায়। সেখানে দেওয়া হয়েছিল তার আধার কার্ড এবং অ্যাকাউন্ট নম্বর। কিন্তু এখন তিনি দেখছেন সেখানে অন্যজনের আধার কার্ড এবং একাউন্ট নম্বর দেখাচ্ছে। এই নিয়ে ব্লক দপ্তরে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি। সাথে নিজের অ্যাকাউন্ট নম্বর

সঠিকভাবে আপডেট করার দাবি জানিয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে এই ভুল কিভাবে হল। তবে কি প্রকৃত উপভোক্তাদের ব্যবহার করে টাকা অন্য কোথাও চলে যাচ্ছে? আবাস নিয়ে চারিদিকে ব্যাপক দুর্নীতি হচ্ছে। এমনটাই অভিযোগ করছে বিরোধীরা।

জাল আধার কার্ড বানানোর অভিযোগে গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব সংবাদদাতা: ইন্দো-নেপাল সীমান্তে জাল আধার কার্ড তৈরির কারবার। পুলিশি হানায় গ্রেফতার হল ১ জন। ধৃতের নাম সোনাই সরকার। নেপালের নাগরিকদের টাকার বিনিময়ে জাল আধার কার্ড বানানোর কারবার চলছিল। গোপন সূত্রে এই খবর পেয়ে শিলিগুড়ি মহকুমার খড়িবাড়ির বাতাসীর বদরাজোতে নকশালবাড়ি এসডিপিও নেহা জৈন এর নেতৃত্বে একটি অনলাইন সেন্টারে হানা দেয় খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। তিনটি আধার কার্ড সহ একাধিক নথিপত্র উদ্ধার করে পুলিশ। পাশাপাশি এই ঘটনায় বাজেয়াপ্ত করা হয় কম্পিউটার, হার্ডডিস্ক এবং প্রিন্টার। ঘটনায় গ্রেফতার করা হয় সোনাই সরকারকে। আজ ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত সোনাই সরকারকে ২০২৩ সালের ২রা অক্টোবর ফাঁসিদেওয়ার এক বাংলাদেশীকে ভারতীয় পরিচয় পত্র বানিয়ে দেওয়ার ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছিল। এদিন সাংবাদিক বৈঠক করে নকশালবাড়ি এসডিপিও নেহা জৈন জানান, গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়। ওই অনলাইন সেন্টারে কয়েকজন নেপালি নাগরিক উপস্থিত ছিলেন যারা টাকার বিনিময়ে জাল আধার কার্ড বানাতে দিয়েছিলেন এবং তা সংগ্রহ করতে

গিয়েছিলেন। ধৃত ব্যক্তি প্রতিটি আধার কার্ড বানাতে ১০ থেকে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থ ধার্য করত বলে জানান। মূলত সীমান্ত পারাপারের সুবিধার জন্য এই জাল আধার কার্ড তৈরি করা হতো বলে অনুমান। বাংলাদেশ এবং নেপালের নাগরিকরা যাতে এই চক্রের প্রলোভনে না পড়ে সেই বিষয়ে সচেতন করেন তিনি। ধৃতকে রিমান্ডে এনে এই চক্রে আরও কে বা কারা জড়িত রয়েছে তার তদন্তে নামবে পুলিশ।

অল নিউ ডিজায়ার-এর বুকিং শুরু

কলকাতা: মারুতি সুজুকি ইন্ডিয়া লিমিটেড (এমএসআইএল), ভারতের নেতৃস্থানীয় যাত্রীবাহী গাড়ি তৈরির কোম্পানি, নিয়ে এল তাদের চতুর্থ প্রজন্মের গাড়ি অল নিউ ডিজায়ার। এই কমপ্যাক্ট সেডানের বুকিং চালু হয়েছে। প্রগতিশীল ডিজাইন, সেগমেন্ট ফার্স্ট বৈশিষ্ট্য এবং অতুলনীয় ভ্যালুর সঙ্গে এই গাড়ি এই নির্দিষ্ট সেগমেন্টে বিপ্লব ঘটাতে চলেছে বলে আশা। ডিজায়ার ব্র্যান্ডের অসাধারণ লিগ্যাসির উপর ভিত্তি করে তৈরি। মারুতি সুজুকি-র প্রতিশ্রুতি ভারতীয় বাজারে ব্যতিক্রমী যানবাহন অফার করা। এই নতুন প্রজন্মের মডেলে সেই প্রতিশ্রুতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এই ঘোষণার বিষয়ে মন্তব্য করে, মারুতি সুজুকি ইন্ডিয়া লিমিটেডের বিপণন ও বিক্রয়ের সিনিয়র এক্সিকিউটিভ অফিসার মিঃ পার্থ ব্যানার্জি বলেন, "২০০৮ সাল থেকে ডিজায়ারের অসাধারণ যাত্রা এটিকে ভারতের অন্যতম প্রিয় সেডানে পরিণত করেছে। ২৭ লক্ষের বেশি গ্রাহকের আস্থা অর্জন করেছে এই গাড়ি। অল-নিউ ডিজায়ার-এ থাকছে আধুনিক ডিজাইন, অতুলনীয় আরাম এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তি। এই ডিজায়ার ব্যতিক্রমী অভিজ্ঞতা দিতে প্রস্তুত।" গ্রাহকরা যেকোনও অ্যারেনা শোরুমে বা www.marutisuzuki.com/dzire-এ লগ ইন করে প্রাথমিকভাবে ₹১১০০০ টাকা দিয়ে অল-নিউ ডিজায়ার প্রি-বুক করতে পারেন। ভিডিও লিংক- https://youtu.be/YU6NpefiE1U

পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতিকে সম্মান জানিয়ে হেরিটেজ প্যাক চালু করেছে ব্রিটানিয়া গবলস কেক

শিলিগুড়ি: বহু কাল থেকেই কেক আনন্দ উদযাপনের একটি প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আসছে এবং পশ্চিমবঙ্গের এই সংস্কৃতিকেই সম্মান জানিয়ে ব্রিটানিয়া গবলস কেক তার বিশেষ হেরিটেজ প্যাক লঞ্চ করেছে। নতুন প্যাকটি এই এলাকার প্রাণবন্ত ঐতিহ্যকে উদযাপন করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে এবং ব্রিটানিয়ার গ্রাহকদের তাদের গভীর সংযোগের স্নেহময় স্মৃতিগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের কাছে ব্রিটানিয়া গবলস কেক হল "সোনার বাংলার, মনের খবর" নামে পরিচিত, এটি বিভিন্ন সময়ে অনেক আনন্দের অনুষ্ঠানের সঙ্গী হয়েছে, এবং হেরিটেজ প্যাক এই বন্ধনটিকে প্রতিফলিত করে। এটি হেরিটেজ প্যাকটি বন্ধুদের সাথে হালকা কথোপকথনের এবং প্রতিফলনের শান্ত মুহূর্তগুলির প্রচার করে। ব্রিটানিয়া গবলস কেকের হেরিটেজ প্যাকেজিং এর ডিজাইনে আইকনিক হাওড়া ব্রিজ রয়েছে, যা পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাধিকারের প্রতীক। ডিজাইনের লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সাথে সংযুক্ত হওয়া, যা ছোট ছোট আনন্দের জন্য তাদের ভালবাসা উদযাপন করে। ব্র্যান্ডটি একটি এক্সক্লুসিভ ই-কমার্স অ্যাক্টিভেশনও চালু করেছে, যা ব্র্যান্ডটিকে গ্রাহকদের আরও কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। লঞ্চ সম্পর্কে বলতে গিয়ে, ব্রিটানিয়া ইন্ডাস্ট্রিজের চিফ বিজনেস অফিসার অ্যাডজাসেন্সি বিজনেসেস্যাট যুধিষ্ঠর শ্রিংগি বলেন, "পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক গর্ব গভীরভাবে সংযুক্ত এবং ব্রিটানিয়া এই উত্তরাধিকারের অংশ হতে পেরে গর্বিত। ব্রিটানিয়া গবলস কেক হেরিটেজ প্যাকগুলি সেই সমস্ত অনুষ্ঠানগুলির প্রতিনিধিত্ব করে যেখানে ব্রিটানিয়া সকলের জীবনের একটি অংশ ছিল, আমাদের বিশ্বাস এই প্যাকটি এই সম্পর্কগুলিকে আরও শক্তিশালী করে তুলবে।"

টয়োটা নিয়ে এলো আর্বান ক্রুজার হাইরাইডার ফেস্টিভ্যাল লিমিটেড এডিশন

শিলিগুড়ি: টয়োটা কির্লোস্কার মোটর (টিকেএম) তাদের জনপ্রিয় আর্বান ক্রুজার হাইরাইডার এসইউভি-র একটি বিশেষ 'ফেস্টিভ্যাল লিমিটেড এডিশন' চালু করেছে। এই নতুন সংস্করণের সঙ্গে রয়েছে ৫০,৮১৭ টাকার টয়োটা জেনুইন অ্যাকসেসরিজ-এর (টিজিএ) কমপ্লিমেন্টারি প্যাকেজ। এই নতুন সীমিত সংস্করনের গাড়িতে যা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে: (১) টিজিএ প্যাকেজে এসইউভির চেহারা ও আরাম বাড়ানোর জন্য ডিজাইন করা ১৩টি বাহ্যিক ও অভ্যন্তর আনুষাঙ্গিক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। (২) এক্সটেরিয়র আপগ্রেডগুলির মধ্যে ক্রোম অ্যাকসেন্ট, মাড ফ্ল্যাপ ও ডোর ভিসর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। (৩) ভিতরে রয়েছে অল-ওয়েদার ফ্লোর ম্যাট, লেগরুম ল্যাম্প ও একটি ডিজিটাল ভিডিয়ো রেকর্ডার। এই সীমিত সংস্করনটি শীর্ষ দুটি ট্রিম-এ (ভি অ্যান্ড জি) হাইরাইডারের নিও ড্রাইভ ও হাইব্রিড উভয় রূপের জন্য উপলব্ধ। ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত ভারত জুড়ে টয়োটা ডিলারশিপে এই গাড়ির জন্য বুকিং খোলা থাকছে। সম্ভাব্য ক্রেতাদের জন্য কোনও অতিরিক্ত ব্যয় ছাড়াই কিছু অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য-সহ একটি নতুন হাইরাইডার পাওয়ার এটাই দুর্দান্ত সুযোগ। আর্বান ক্রুজার হাইরাইডার তার ফুয়েল এফিসিয়েন্সি, পার্ফর্ম্যান্স ও বোল্ড ডিজাইনের কারণে ভারতীয় গ্রাহকদের কাছে একটি জনপ্রিয় পছন্দ।

নতুন পরিকল্পনার ঘোষণা সিট্রোয়েন এবং জীপ®-এর

আসানসোল: সিট্রোয়েন এবং জীপ®, উপস্থিতি বাড়াতে ত্রিশুর, আসানসোল এবং মিরাটে তিনটি নতুন ডিলারশিপ উদ্বোধন করেছে। এই মাল্টি-ব্র্যান্ড ডিলারশিপের মাধ্যমে উভয় কোম্পানি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপকে চিহ্নিত করে এক ছাদের নিচে বিস্তৃত এসইউভি-কে একত্রিত করেছে। ঐতিহ্যগত আইসিই এবং ইভি অফার করে কোম্পানি এই অঞ্চলের বিভিন্ন এসইউভি অফারগুলি পূরণ করার জন্য কৌশলগতভাবে অবস্থিত।

একটি মাল্টি-ব্র্যান্ড ডিলারশিপের উদ্বোধনটি সিট্রোয়েন এবং জীপ®, এই উভয় ব্র্যান্ডের মধ্যে দৃঢ় বন্ধুত্বের প্রদর্শন করেছে। ডিলারশিপগুলি গ্র্যান্ড চেরোকি, র‍্যাং লার, মেরিডিয়ান এবং কম্পাস সহ জীপ® মডেলের সম্পূর্ণ পরিসর এবং সিথ্রী, ইসিথ্রী, ব্যাসাল্ট, এয়ারক্রস এসইউভি এবং সিফাইভ এয়ারক্রস এসইউভি সহ সিট্রোয়েন পোর্টফোলিও প্রদর্শন করেছে। তারা আধুনিক অবকাঠামো, খুচরা যন্ত্রাংশের প্রাপ্যতা এবং উন্নত ডায়াগনস্টিক সরঞ্জাম সহ একটি প্রিমিয়ার পরিষেবা অভিজ্ঞতা প্রদান করে। বর্তমানে, উভয় কোম্পানি একত্রে ত্রিশুর, আসানসোল এবং মিরাটে নতুন ডিলারশিপ খুলেছে, যা ব্যতিক্রমী স্বয়ংচালিত অভিজ্ঞতা, নির্ভরযোগ্য বিক্রয়োত্তর সেবা, আধুনিক ডায়াগনস্টিক টুলস এবং বিভিন্ন যানবাহন প্রদান করবে। সিট্রোয়েন-এর ১৫৬ টাচপয়েন্ট এবং জীপ® -এর সারা ভারতে ১৫০ টিরও বেশি টাচ পয়েন্টের নেটওয়ার্ক রয়েছে।

স্টেলান্টিস ব্র্যান্ড হাউস (এসবিএইচ) উদ্বোধনের সময়, সিট্রোয়েন ইন্ডিয়ার ব্র্যান্ড ডিরেক্টর শিশির মিশ্র বলেন, "আমরা ভারতের ত্রিশুর, আসানসোল এবং মিরাটে নতুন ডিলারশিপগুলি গতিশীল বাজারে সিট্রোয়েন এবং জীপ® পণ্যগুলিকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য উৎসাহিত। এই উদ্যোগের মাধ্যমে আমরা ব্যতিক্রমী যানবাহন এবং ব্যাপক বিক্রয়োত্তর পরিষেবা প্রদান করে, গ্রাহকদের মালিকানা যাত্রা জুড়ে অতুলনীয় গ্রাহক সমর্থন নিশ্চিত করতে চাই।"

সমাপ্তি হল স্লাইস এবং নর্থ ইস্ট স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্কের একীভূতকরণের সফল পদক্ষেপ

শিলিগুড়ি: ভারতের সেরা গ্রাহক অর্থপ্রদান এবং ঋণদানকারী কোম্পানি নর্থ ইস্ট স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক (এনইএসএফবি) এর সাথে স্লাইস সফলভাবে তার একীভূতকরণ সম্পন্ন করেছে, এটি এবছরের ২৭ অক্টোবর থেকে কার্যকর। একীভূতকরণ উভয় সত্তার ক্রিয়াকলাপ, সম্পদ এবং ব্র্যান্ড পরিচয়কে একটি একক সমন্বিত ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানে একীভূত করেছে। ভারতের ফিনটেক জায়ান্ট এবং ঐতিহ্যবাহী ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান একীভূত হয়ে ভারতের শীর্ষস্থানীয় প্রযুক্তি-চালিত ব্যাঙ্ক তৈরি করেছে। এই কৌশলগত একীকরণ স্থিতিশীলতা, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং শাসনকে অগ্রাধিকার দেয়। ব্যাঙ্ক, উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে তার উপস্থিতি বাড়াতে স্লাইসের সাথে একীভূত করেছে। এই অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ভারত জুড়ে তার নাগাল প্রসারিত করতে উন্নত প্রযুক্তি এবং ডিজিটাল সমাধান ব্যবহার করা হবে। একত্রীকরণের বিষয়ে প্রতিফলন করে, রাজন বাজাজ, প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও, স্লাইস এবং একীভূত সত্তার নির্বাহী পরিচালক বলেছেন, "স্লাইস এবং এনইএসএফবি গ্রাহক-কেন্দ্রিক ব্যাঙ্কিংয়ের উপর ফোকাস করে ভারতের সবচেয়ে প্রিয় ব্যাঙ্ক তৈরি করতে একত্রিত হয়েছে। আমরা নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের কাছে কৃতজ্ঞ, বিশেষ করে আরবিআই এবং আসাম সরকার, এবং তাদের উত্তর-পূর্ব শিকড়কে শক্তিশালী করতে এবং ব্যতিক্রমী গ্রাহকদের অভিজ্ঞতা প্রদান করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।" এই একীভূত সত্তা নিরবচ্ছিন্ন এনইএসএফবি পরিষেবা বজায় রেখে বিভিন্ন ব্যাঙ্কিং পণ্য, পরিষেবা এবং পরিষেবা চালু করবে। একইসাথে নিরবচ্ছিন্ন একীকরণের জন্য অপারেশনগুলি সুগম করা হবে।

২০২৫ অর্থবর্ষে ৬০০ কোটি টাকা আয়ের লক্ষ্যে ভেরান্ডা লার্নিং সলিউশন

কলকাতা: ২০২৫ অর্থবর্ষের জন্য ৬০০ কোটি টাকা আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে শিক্ষা প্রযুক্তি সংস্থা (এডুকেশন টেকনোলজি ফার্ম) ভেরান্ডা লার্নিং সলিউশনস লিমিটেড (Veranda Learning Solutions Limited)। ২০১৮ সালে কালপাথি এজিএস গ্রুপ (Kalpathi AGS Group) দ্বারা (যা কোম্পানির ৫৫% মালিকানার অধিকারী) প্রতিষ্ঠিত ভেরান্ডা কৌশলগত অধিগ্রহণের মাধ্যমে দ্রুত প্রসারিত হয়েছে, যেগুলির মধ্যে ২০২৩ সালের মে মাসে অধিকৃত ৪০০ কোটি টাকার মূল্যের সাতটি সংস্থা রয়েছে। গত ২৭ সেপ্টেম্বর বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) কোম্পানি তাদের বৃদ্ধির উদ্যোগ কার্যকর করার জন্য ১,০০০ কোটি টাকা পর্যন্ত বর্ধিত ঋণ-সীমা অনুমোদন করেছে।

ভেরান্ডা ২০২৫ অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকে ১১৮.৯৯ কোটি টাকার 'অপারেটিং রেভিনিউ' অর্জন করেছে, যা আগের বছরের তুলনায় ৭২.৬৯% বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। পাশাপাশি ইবিআইটিডিএ (EBITDA) পাঁচগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২৭.৬১ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। চিরাচরিত 'অফ সিজন পিরিয়ড'-এ কোম্পানির শক্তিশালী পারফরম্যান্সের উপর জোর দিয়ে শিক্ষা ক্ষেত্রের সম্ভাবনার প্রতি আস্থা প্রকাশ করে বক্তব্য রেখেছেন ভেরান্ডা লার্নিং সলিউশনসের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ও চেয়ারম্যান মিঃ সুরেশ কালপাথি।

ভেরান্ডা ভারতে কর্মরত পেশাদারদের দক্ষতা বাড়ানোর লক্ষ্যে 'ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি সিডনি'র সঙ্গে অংশীদারিত্বে নতুন শর্ট কোর্সও চালু করেছে। এছাড়া, ভেরান্ডা এডুকেশন সেক্টরের নামী ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে তার বোর্ডের প্রসারন ঘটিয়েছে এবং সংযুক্ত ইউএই-এর (আরব আমিরাত) শিক্ষার্থীদের জন্য সিএ প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য জুমেইরা ইউনিভার্সিটি কানেক্টের (Jumeira University Connect) সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে মধ্য প্রাচ্য এলাকায় প্রবেশ করেছে। শিক্ষার গুণমান ও বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি বজায় রেখে তার 'এডুকেশনাল অফারিংস' উদ্ভাবন ও প্রসারিত করে চলেছে ভেরান্ডা।

টিকেএম-এর লিমিটেড এডিশন আরবান ক্রুজার তাইসর

শিলিগুড়ি: জনপ্রিয় আরবান ক্রুজার তাইসর-এর (Urban Cruiser Taisor) একটি লিমিটেড এডিশন পেশ করেছে টয়োটা কির্লোস্কার মোটর (টিকেএম)। এর ফলে তাদের উৎসব অফারের পরিসরে আরও বৃদ্ধি ঘটলো। লিমিটেড এডিশনের আরবান ক্রুজার তাইসরে ২০,১৬০ টাকা মূল্যের একটি নির্বাচিত (কিউরেটেড) টয়োটা জেনুইন অ্যাকসেসরিজ (টিজিএ) প্যাকেজ রয়েছে, যা স্টাইল ও কার্যকারিতা উভয়ই উন্নত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। সমস্ত টার্বো ভেরিয়েন্টগুলিতে উপলভ্য, টিজিএ প্যাকেজটিতে সামনের ও পিছনের আন্ডার স্পয়লার, প্রিমিয়াম ডোর সিল গার্ডস, ক্রোম গার্নিশ, বডি সাইড মোল্ডিং এবং অল-ওয়েদার ম্যাটগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এগুলি গুণমানের নিশ্চয়তার জন্য সার্টিফায়েড টয়োটা টেকনিসিয়ানদের দ্বারা লাগানো হয়েছে। নতুন গাড়িটির লঞ্চ নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন টয়োটা কির্লোস্কার মোটরের সেলস-সার্ভিস-ইউজড কার বিজনেসের ভাইস প্রেসিডেন্ট সাবরি মনোহর। তিনি বিশেষ অনুষ্ঠানের সময় গ্রাহকদের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ করার জন্য টয়োটার অঙ্গীকারের কথা তুলে ধরেছেন। উল্লেখ্য, স্টাইল, পারফরম্যান্স ও ফুয়েল এফিসিয়েন্সির কারণে ২০২৪ সালের এপ্রিলে লঞ্চ হওয়ার পর থেকে জনপ্রিয়তা অর্জন অব্যাহত রেখেছে টয়োটা আরবান ক্রুজার তাইসর।

এসইউভি সেগমেন্টে নতুন সংস্করণ যোগ করেছে মাহিন্দ্রা

হাওড়া: মাহিন্দ্রা, এই বছরের ২৬শে নভেম্বর, চেন্নাইতে আনলিমিট ইন্ডিয়া ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ারে তাদের XEV এবং BE ইলেকেট্রিক ব্র্যান্ডগুলি উন্মোচন করতে চলেছে, যেখানে তাদের প্রথম ফ্ল্যাগশিপ পণ্যগুলি, XEV 9e এবং BE 6e রয়েছে। আইএনজিএলও আর্কিটেকচার, ভারতের হৃদয়গ্রাহী স্থাপত্য এবং বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে তৈরী করা হয়েছে, এটি স্বজ্ঞাত, বুদ্ধিমান, এবং নিমগ্ন উদ্ভাবনগুলিকে একত্রিত করেছে। শ্রেষ্ঠ নিরাপত্তা থেকে শুরু করে উন্নত কর্মক্ষমতা এবং চিত্তাকর্ষক পরিসর এবং দক্ষতার সাথে এটিকে বহু-সংবেদনশীল ড্রাইভিং অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। XEV 9e এবং BE 6e, দুটি ভারতীয় বৈদ্যুতিক যান, তাদের উদ্ভাবনী নকশা, উন্নত প্রযুক্তি এবং ব্যতিক্রমী কর্মক্ষমতা দিয়ে বৈদ্যুতিক কার্যকরিতার সাথে বিপ্লব ঘটাতে প্রস্তুত। এর প্রথম টিজারটি বর্তমানে ইউটিউবে - https://youtu.be/J0NZYDoZArA উপলব্ধ রয়েছে। লঞ্চ ইভেন্ট সম্পর্কে আপডেটের জন্য https://www.mahindraelectricsuv.com/ ভিজিট করতে পারেন অথবা কোম্পানির সোশ্যাল মিডিয়া পেজগুলি অনুসরণ করুন।

খুলে গেল অভয় প্রভাবনা মিউজিয়াম হল, উদ্বোধনে ইউনিয়ন মিনিস্টার

কলকাতা: বলা হয় পুনের অভয় প্রভাবনা মিউজিয়াম হল সবচেয়ে বড় "মিউজিয়াম অব আইডিয়াস"। সম্প্রতি ইউনিয়ন মিনিস্টার শ্রী নিতিন গড়করি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং মহামান্য জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং গোয়ালিয়রের মহারাজা জাদুঘরের উদ্বোধন করেছেন। জৈন দর্শনশাস্ত্র ও ভারতের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য প্রদর্শনীর স্থান এটি! অমর প্রেরণা ট্রাস্টের চেয়ারম্যান অভয় ফিরোদিয়া দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই জাদুঘর ভারতের আধ্যাত্মিক লিগ্যাসির সংরক্ষণ ও প্রচারের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে। জাদুঘরের মূল বৈশিষ্ট্য হল এটি ইন্দ্রায়ণী নদীর তীরে অবস্থিত। আকার ৩.৫ লক্ষ বর্গফুট এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। সতর্কতার সঙ্গে ডিজাইন করা ত্রিশটি গ্যালারী রয়েছে। থাকছে হাই-টেক অডিও-ভিজ্যুয়াল, অ্যানিমেশন, ভার্চুয়াল রিয়ালিটিতে নিমগ্ন হওয়ার অভিজ্ঞতা। থাকছে সাড়ে তিনশো-এর বেশি বিশেষভাবে তৈরি করা শিল্পকর্ম, ভাস্কর্য এবং বিশাল প্রতিলিপি।

অভয় প্রভাবনা জাদুঘরের লক্ষ্য জৈন মূল্যবোধ এবং ভারতীয় সমাজে তাদের প্রভাব আলোচনা করা। এটি জৈন ধর্মের মাধ্যমে প্রকাশিত ভারতীয় সভ্যতার দশটি আদর্শের অন্বেষণ করে, যার মধ্যে রয়েছে: অসি (সরঞ্জাম এবং অস্ত্র), মসি (কালি ও যোগাযোগ), কসি (কৃষি ও পশুপালন), বাণিজ্য (ব্যবসা-বাণিজ্য), শিল্প (পেশাগত দক্ষতা), বিদ্যা (জ্ঞান), অহিংস (অহিংসা এবং আঘাত না করা), অপরিগ্রহ (অধিকারবোধহীন), অনেকান্তবাদ (সত্যের অ-পরমবাদ), ক্ষমা (ক্ষমা চাওয়া এবং প্রস্তাব দেওয়া)। অভয় প্রভাবনা যাদুঘর একটি বিশ্বব্যাপী সাংস্কৃতিক ল্যান্ডমার্কে পরিণত হতে চলেছে, যা প্রতিদিন দু হাজার জনেরও বেশি দর্শককে স্বাগত জানাবে।

ক্যাস্ট্রল ইন্ডিয়ার নতুন ম্যানেজিং ডিরেক্টর কেদার লেলে

কলকাতা: ক্যাস্ট্রল ইন্ডিয়া লিমিটেড, সম্প্রতি কেদার লেলেকে তার নতুন ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে নিযুক্ত করেছে, যা এই বছরের ১লা নভেম্বর থেকে কার্যকর করা হবে। হিন্দুস্তান ইউনিলিভার লিমিটেড (HUL) এর সাথে দুই দশক ধরে অনন্য কর্মজীবনের পর, কেদার লেলে ক্যাস্ট্রল ইন্ডিয়াতে নির্বাহী পরিচালক হিসেবে যোগ দিয়েছে। নেতৃস্থানীয় দল, ড্রাইভিং বৃদ্ধি, এবং উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করার দক্ষতার সাথে, কেদার ক্যাস্ট্রল ইন্ডিয়ার স্বয়ংচালিত এবং লুব্রিকেন্ট শিল্পে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে প্রস্তুত।

এই নিয়োগের বিষয়ে মন্তব্য করে, রাকেশ মাখিজা, চেয়ারম্যান, ক্যাস্ট্রল ইন্ডিয়া লিমিটেড, বলেছেন, "ক্যাস্ট্রল ইন্ডিয়া কেদারের নিয়োগের ঘোষণা করতে পেরে আনন্দিত, তিনি একজন অভিজ্ঞ গ্রোথ ম্যানেজার। আমি সাংওয়ানেকেও গত কয়েক বছরে তার ব্যতিক্রমী নেতৃত্বের জন্য ধন্যবাদ জানাতে চাই। বাজারে ক্যাস্ট্রলের অবস্থানকে শক্তিশালী করার জন্য আমরা তার অমূল্য অবদানের জন্য সন্দীপের কাছে কৃতজ্ঞ।"

কেদার এই সেপ্টেম্বর থেকে সন্দীপ সাংওয়ানের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে। পরিবর্তনের এই সময়টি কেদারকে কোম্পানির ক্রিয়াকলাপের বিষয়ে কৌশলগত অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করতে এবং মূল স্টেকহোল্ডারদের সাথে শক্তিশালী সম্পর্ক গড়ে তোলার অনুমতি দিয়েছে। নেতৃত্বের পরিবর্তনের অংশ হিসেবে সন্দীপ আগামী ১ নভেম্বর থেকে ক্যাস্ট্রলের লন্ডন সদর দফতরে গ্লোবাল চিফ মার্কেটিং অফিসার হিসেবে যোগ দেবেন।

এই বিষয়ে ক্যাস্ট্রল ইন্ডিয়া লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কেদার লেলে বলেছেন, "আমার পূর্বের অভিজ্ঞতার সাথে ক্যাস্ট্রল ইন্ডিয়াতে, আমি স্থানীয় কৌশলগুলি বাস্তবায়ন, আমাদের উপস্থিতি শক্তিশালী করা এবং দীর্ঘমেয়াদী সাফল্য চালনা করার লক্ষ্য রাখি।"

ক্যাস্ট্রল ইন্ডিয়া, কলকাতার একটি নেতৃস্থানীয় স্বয়ংচালিত সংস্থা, ক্যাস্ট্রল অটো পরিষেবা কেন্দ্র, বাইক পয়েন্ট, ওয়ার্কশপ এবং ডিলার সহ ১,০০০ টিরও বেশি আউটলেটে সহ শহর জুড়ে তার উপস্থিতি প্রসারিত করেছে। ক্যাস্ট্রল বাজারের নেতৃত্ব, উদ্ভাবন, এবং ভারতে স্টেকহোল্ডারদের জন্য একটি পুরস্কৃত পরিবেশ বজায় রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

উৎকর্ষ স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্কের প্রথম সাসটেইনেবিলিটি রিপোর্ট

কলকাতা: উৎকর্ষ স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড আনন্দের সাথে তার ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের উদ্বোধনী সাসটেইনেবিলিটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। এটি তার কার্যক্রমে পরিবেশগত, সামাজিক এবং গভর্নেন্স (ESG)নীতিগুলিকে একীভূত করার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক চিহ্নিত করেছে। ব্যাঙ্কের "U-SUS-TAIN" শিরোনামের প্রতিবেদনটি টেকসই উন্নয়ন এবং দায়িত্বশীল ব্যাংকিং প্রচারে ব্যাংকের কৌশলগত উদ্যোগগুলি প্রদর্শন করে। ব্যাঙ্কের ইএসজি কৌশলের মধ্যে রয়েছে জলবায়ু ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং টেকসই সম্পদের ব্যবহার। পরিবেশগত উদ্যোগের মাধ্যমে ব্যাঙ্কটি শক্তি দক্ষতা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং সবুজ প্রযুক্তি গ্রহণে অগ্রগতি করেছে। এমনকি এটি সমাজে ইতিবাচক প্রভাবের তৈরী করতে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততা এবং কর্মচারী বৈচিত্র্যের উপরও দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে। উৎকর্ষ ব্যাঙ্কের গভর্ন্যান্স কাঠামো স্বচ্ছতা এবং নৈতিক ব্যবসায়িক অনুশীলনের মাধ্যমে শক্তিশালী কাঠামোতে পরিণত হয়েছে। সাসটেইনেবিলিটি রিপোর্টের বিষয়ে মন্তব্য করে, গোবিন্দ সিং, এমডি এবং সিইও, উৎকর্ষ স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড শেয়ার করেছেন, "আমরা এই প্রথম সাসটেইনেবিলিটি রিপোর্ট পেশ করে, ইএসজি নীতির প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি এবং একটি স্থিতিস্থাপক আর্থিক ইকোসিস্টেম গড়ে তোলার উপর জোর দিয়েছি। প্রতিবেদনটির লক্ষ্য হল স্টেকহোল্ডারদের জন্য দীর্ঘমেয়াদী মূল্য তৈরি করা এবং টেকসই পদ্ধতিতে পরিবেশগত ও সামাজিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা।" ব্যাঙ্কের সাসটেইনেবিলিটি রিপোর্ট এখন তার অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে উপলব্ধ রয়েছে। স্টেকহোল্ডার এবং জনসাধারণকে বিশদ প্রতিবেদনটি অ্যাক্সেস করতে এবং ব্যাংকের ESG উদ্যোগ সম্পর্কে আরও জানতে www.utkarsh.bank-এ যেতে পারেন।

ব্রেস্ট ক্যান্সার সচেতনতায় এইচসিজি ক্যান্সার সেন্টারের সচেতনতামূলক উদ্যোগ

কলকাতা: ব্রেস্ট ক্যান্সার সচেতনতা মাস (Breast Cancer Awareness Month) উপলক্ষে এইচসিজি ক্যান্সার সেন্টার কলকাতা (HCG Cancer Centre Kolkata) একটি সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল প্রেমনাথ ভবনে। এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন ২৪৮ জন এএসএইচএ কর্মী (Accredited Social Health Activist) workers)। এই অনুষ্ঠানে প্রারম্ভিক শনাক্তকরণের গুরুত্ব এবং সচেতনতার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ভাটপাড়া পৌরসভার চেয়ারপার্সন রেবা রাহা ও এইচসিজি ক্যান্সার সেন্টার কলকাতার সিওও ড. অমরজিৎ সিং। এইচসিজি ক্যান্সার সেন্টার কলকাতার রেডিয়েশন অঙ্কোলজিস্ট ডা. মৌমিতা মাইতির নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনায় এএসএইচএ (আশা) কর্মীরা সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। ব্রেস্ট ক্যান্সারের প্রাথমিক লক্ষণ এবং আত্ম-পরীক্ষার গুরুত্বের উপর ভিত্তি করে আয়োজিত এই আলোচনার উদ্দেশ্য ছিল স্বাস্থ্য সচেতনতাকে সম্প্রসারিত করা। শেষপর্বে, মাইকেল জ্যাকসনের 'ডেঞ্জারাস' গানের সঙ্গে একটি 'ফ্ল্যাশ মব পারফরম্যান্স' অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে নৃত্যশিল্পীরা 'বিট ইট' (Beat It) লেখা প্ল্যাকার্ড প্রদর্শন করেন। এই অনুষ্ঠানটি এইচসিজি ক্যান্সার সেন্টার কলকাতার সামাজিক স্বাস্থ্য সচেতনতাকে শক্তিশালী করার অঙ্গীকারকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে।

কল্যাণ জুয়েলার্সের শিলিগুড়িতে এবার দ্বিতীয় শোরুম

শিলিগুড়ি: কল্যাণ জুয়েলার্স, ভারতের বিশ্বস্ত এবং বৃহত্তম জুয়েলারি ব্র্যান্ড, আজ শিলিগুড়িতে তার দ্বিতীয় শোরুম চালু করেছে। এই বিলাসবহুল শোরুমে থাকছে বিভিন্ন ডিজাইনের গয়না সহ অত্যাধুনিক সুবিধা এবং অসাধারণ পরিবেশ। পশ্চিমবঙ্গে এটি তাদের দশম স্টোর। মেগা-লঞ্চ অফার, ধনতেরাস, কালী পূজা এবং দীপাবলি উৎসব। শোরুমে কল্যাণের জনপ্রিয় হাউস ব্রান্ড এবং এক্সক্লুসিভ বিভাগ রয়েছে।অফারে সাধারণ সোনার গয়নার মেকিং চার্জে থাকছে ৫০% পর্যন্ত ছাড়, প্রিমিয়াম পণ্যের মেকিং চার্জে ৩০% ছাড়, মন্দির এবং অ্যান্টিক গয়নার উপর ৪০% ছাড়। ৩০ গ্রামের কম গয়নায় ফ্ল্যাট ২৫% ছাড়। এছাড়াও থাকছে কল্যাণ স্পেশাল গোল্ড বোর্ড রেটে গয়না কেনার সুবিধা। কল্যাণ জুয়েলার্সের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর রমেশ কল্যাণরামন বলেছেন, "এই লঞ্চটি আমাদের বৃদ্ধির যাত্রায় একটি মাইলফলক চিহ্নিত করে, পশ্চিমবঙ্গে আমাদের পদচিহ্ন বিস্তৃত করে। আমরা প্রথম-শ্রেণির কেনাকাটার অভিজ্ঞতা, বিশ্বাস এবং স্বচ্ছতা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।" কল্যাণ জুয়েলার্সের গয়না ফোর-লেভেল অ্যাস্যুরেন্স সার্টিফিকেট প্রাপ্ত। যা আজীবন রক্ষণাবেক্ষণ, স্বচ্ছ বিনিময় এবং বাই-ব্যাক নীতি নিশ্চিত করে। কল্যাণ জুয়েলার্সের সদর দপ্তর কেরালার ত্রিশুরে। ভারত এবং মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে কোম্পানির ২৭০টিরও বেশি শোরুম রয়েছে।

সাগরদিঘিতে ছট পুজোর অনুমতি দিল আদালত

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: কোচবিহারের সাগরদিঘিতে ছট পুজোর অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ। ৭ আগষ্ট বৃহস্পতিবার ওই রায় দেওয়া হয়। এদিকে এদিনই শুরু হয় ছট পুজো। তার মধ্যেই কিছু মানুষ পুজো করতে সাগরদিঘির ঘাটে উপস্থিত হন। প্রচুর পুলিশ পাহারাও দেওয়া হয়। বেশ কিছুদিন ধরেই সাগরদিঘি পাড়ের পুজো নিয়ে বিতর্ক চলছিল। ৪ আগষ্ট সোমবার কোচবিহার মহকুমাশাসকের দফতরে বৈঠক হয়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, গ্রিন ট্রাইব্রুনালের নির্দেশ এবং সাগর দিঘি হেরিটেজ সম্পত্তি হওয়ায় সেখানে পুজো করা যাবে না। বদলে অন্যত্র পুজোর আয়োজন করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। বাসিন্দারা অবশ্য দাবি করেছেন, তাঁরা দীর্ঘসময় ধরে সাগরদিঘিতে পুজো করছেন। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁরা সেখানেই পুজো করবেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সাগরদিঘি হেরিটেজ সম্পত্তি। সেখানে কোনওরকম পুজো, প্রতিমা বিসর্জন স্নান, কাপড় কাঁচা নিষিদ্ধ। সাগরদিঘির ঐতিহ্য রক্ষা শুধু প্রশাসন নয়, প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্যে বলেও দাবি করেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। কোচবিহার সদর মহকুমাশাসক কুণাল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "গ্রিন ট্রাইব্রুনালের নির্দেশের পাশাপাশি হেরিটেজ সম্পত্তি হওয়ায় সেখানে অনুমোদন দেওয়া যায়নি। পরিবর্তে তোর্সা নদীতে বা অন্য কোনও দিঘিতে পুজো করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। তোর্সা নদীতে পুজোর জন্য ঘাট তৈরি করা হয়েছে।" ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর অভিজিৎ মজুমদার বলেন, "প্রশাসনের পক্ষ থেকে সাগরদিঘিতে পুজো করা যাবে না বলে জানানো হয়েছে। বাসিন্দারা দীর্ঘসময় ধরে সেখানেই পুজো করছেন তাঁরা সেখানেই করতে চাইছেন। তা নিয়েই বিতর্ক তৈরি হয়েছে।"

কোচবিহার শহর ও সংলগ্ন বেশ কয়েক হাজার হিন্দি ভাষী মানুষের বসবাস। তাঁদের সঙ্গে বেশ কিছু বাঙালি হিন্দু পরিবারের সদস্যরাও ছট পুজোয় অংশ নেন। প্রত্যেক বছর কোচবিহারে শহর ঘেঁষা তোর্সা নদীতে পুরসভা-প্রশাসনের উদ্যোগে একটি ছট ঘাট তৈরি করা হয়। সেখানে কয়েক হাজার মানুষ পুজোতে অংশ নেন। এবারেও ওই ঘাট তৈরি করা হয়েছে। আবার শহরের মধ্যে সাগরদিঘিতে পুরসভার ১৮, ১৯ এবং ২০ নম্বর ওয়ার্ডের বেশ কিছু পরিবার পুজোয় অংশ নেন। বাসিন্দারা জানান, সাগরদিঘিতে সবমিলিয়ে প্রায় দু'শো পরিবার পুজোয় অংশ নেন। সে মতো তাঁরা সাগর দিঘির একটি অংশ পরিস্কার করে বাঁশ পুঁতে ছট ঘাট তৈরির কাজ শুরু করেছিলেন। সেই ঘাট প্রশাসনের পক্ষ থেকে ভেঙ্গে দেওয়া হয়। বাসিন্দাদের কয়েকজন বলেন, "রাজ আমল থেকে বংশ পরম্পরায় আমরা সাগরদিঘিতে পুজো করে আসছি। এবারেও সেখানে করতে চাই। আর আমাদের পুজোর জন্য সাগরদিঘি নোংরা হয় না।" তা নিয়ে একটি মামলাও করা হয় জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে। এদিন তার রায় দেওয়া হয়।

বিজেপি কর্মীকে মারধরের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ভোটের প্রচার সেরে বাড়ি ফেরার পথে এক বিজেপি কর্মীকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ৩ নভেম্বর রবিবার রাত সাড়ে ১০ টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে কোচবিহারের সিতাইয়ের গোসানিমারি এলাকায়। ওই বিজেপি কর্মীর পা ভেঙে গিয়েছে বলে দাবি। অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। আহত ওই বিজেপি কর্মীর নাম বিথীসুন্দর বারুই। তিনি গোসানিমারি ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপির সদস্য মাম্পি বারুইয়ের স্বামী। ওই বিজেপি কর্মীকে রাতেই কোচবিহারের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করানো হয়েছে। তৃণমূলের অবশ্য পাল্টা দাবি, বিথীসুন্দরের নেতৃত্বে তৃণমূল কর্মীদের উপর হামলা হয়। তা নিয়ে দুইপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। তা নিয়ে অবশ্য এখনও কোনও মামলা রুজু হয়নি। কোচবিহার জেলার এক পুলিশ বলেন, "ওই ঘটনা নিয়ে পুলিশের কাছে কোন অভিযোগ নেই। অভিযোগ এলে অবশ্যই খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।" বিজেপির অভিযোগ, ওইদিন রাতে দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে প্রচার করেছে বিথীসুন্দর। প্রচার শেষে বাড়ি ফেরার পথে রাস্তায় আটকে তাঁকে মারধর করে তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা। বিজেপির কোচবিহার জেলার সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু বলেন, "ওই ঘটনায় পুলিশের কাছেও লিখিত অভিযোগ জানানো হবে। উপনির্বাচনের মুখে নানাভাবে সন্ত্রাস শুরু করেছে তৃণমূল। তৃণমূল সন্ত্রাস করেই টিকে আছে।" বিজেপির গোসানিমারির মণ্ডল সভাপতি সুশীল বর্মণ বলেন, "আমাদের কর্মীকে ব্যাপকভাবে মারধর করা হয়। লাঠির আঘাতে তাঁর ডান পা ভেঙে গিয়েছে। গুরুতর অবস্থায় আমরা তাঁকে নার্সিংহোমে ভর্তি করেছি।" তৃণমূল অবশ্য সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করে। তৃণমূলের পাল্টা দাবি, ওই দিন রাতে গোসানিমারি এক অঞ্চল কমিটির সদস্য মনোজ সাহা বাড়ি ফেরার সময় বিজেপি কর্মী বিথীসুন্দর বারুই লোকজন নিয়ে তাকে মারধর করে। মনোজ ও অন্যান্যরা ক্ষুব্ধ হয়ে বিজেপি কর্মীকে পাল্টা আক্রমণ করে। তাতে গন্ডগোল হয়। তৃণমূলের কোচবিহার জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মণ বলেন, "ভোটে হারবে জেনেই অশান্তি তৈরির চেষ্টা করছে বিজেপি।"

উপনির্বাচনের প্রচারে কোচবিহারে এসে তৃণমূলকে নিশানা দিলীপের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: সিতাই উপনির্বাচনের প্রচারে এসে তৃণমূলকে বিধলেন রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ ঘোষ। ৬ আগষ্ট বুধবার প্রথমে কোচবিহার শহরের সাগরদিঘি পাড়ে চায়ে পে চর্চা করেন। পরে দিনহাটার ভেটাগুড়ি থেকে গোসানিমারি পর্যন্ত রোড শো করেন তিনি। রোড শো শেষে গোসানিমারিতে একটি সভাও করেন তিনি। দিলীপের সঙ্গে ওই কর্মসূচিতে বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি সুকুমার রায়, প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক, বিধায়ক মালতী রাভা উপস্থিত ছিলেন।

দিনহাটার গোসানিমারির সভা থেকে দিলীপ বলেন, "আগেও আমি এসেছিলাম এদের ভয়ে একটা লোকও বিজেপির ঝান্ডা নিয়ে বের হত না। মানুষ আমাদের সঙ্গে আছেন, আমরা ময়দানে আছি, আগেও ছিলাম আজকেও আছি। তৃণমূলের গুন্ডাগুলো গরু পাচার টাকা, পাথর পাচার কয়লা পাচারের টাকা, মহিলা পাচারের টাকা পর্যন্ত নিয়ে, গাজা, ড্রাগ ও হিরোইনের ব্যবসা করে টাকা কামিয়েছে বড় বড় বাড়ি করেছে। আমরা জানি আজ হোক কাল হোক এই বাড়িঘর তারা ভোগ করতে পারবে না। কেষ্টর মত কিংবা বালুর মত হয় দিল্লির তিহার জেল না হলে সেন্ট্রাল জেলে থাকতে হবে। কেবল সময়ের অপেক্ষা। কেষ্টর মত এত ভুঁড়িওয়ালা লোক চুপসে কলা গাছ হয়ে গিয়েছে।" তিনি আরও বলেন, "আমি ২০১৬ সালে সিতাইতে প্রচারে গিয়েছিলাম। তখন আমরা প্রথমবার লড়ছি। ভয়ে দশ জন লোকও আমার সাথে এসে মিটিং করেনি। সে সময় ওই বসুনিয়া রাস্তাঘাট জাম করে লোককে ভয় দেখিয়েছে। তখন আমাদের যিনি প্রার্থী ছিলেন তার বাড়িতে যে কথা বলে চলে এসেছি। অথচ আপনারা এখন যথেষ্ট সাহস দেখিয়েছেন।" দিলীপ আরও বলেন, আমি যতবার কোচবিহারে এসেছি আমার ওপর আক্রমণ হয়েছে। আমার গাড়ি ভাঙ্গা হয়েছে। এখনও একটা দুটো পরিবার, একটা দুটো লোক অত্যাচার করে যাচ্ছে, ভয় দেখিয়ে যাচ্ছে। যাতে ভোট দিতে না পারে।" কোচবিহারে তিনি বলেন, "বিজেপি পুরো শক্তি দিয়ে লড়ছে। লড়াই হবে। কোচবিহার বিখ্যাত সিতাই,

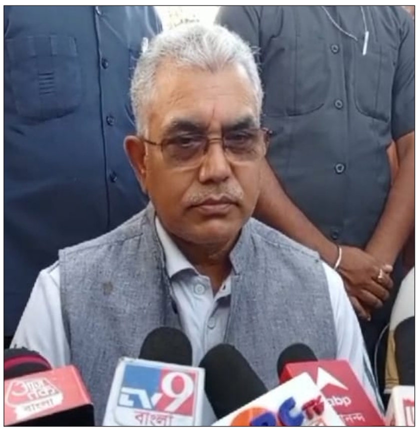

শীতলখুচি, দিনহাটার জন্য। যত অনৈতিক কাজ, হিংসা এখানেই হয়। গণতন্ত্র বলে কিছু নেই। সরকার চেষ্টা করবে লুঠপাঠ করে জেতার। বাংলাদেশ থেকে গুন্ডা নিয়ে আসবে।" জুনিয়র চিকিৎসকদের আন্দোলন প্রসঙ্গে দিলীপ বলেন, "ওই আন্দোলনের ভবিষ্যত অন্ধকার। উদ্দেশ্য ছিল মমতা বন্দোপাধ্যায়কে বাঁচানোর আন্দোলন। একবারও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কেউ স্লোগান দিয়েছে? একবারও কেউ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে জবাব চেয়েছে? কেউ পদত্যাগ চেয়েছে? যারা জুনিয়র চিকিৎসকদের সামনে এসে লড়াই করেছেন আমি প্রথম বলছি ওঁরা মমতা বাঁচাও আন্দোলন করছে। পুরো বিভ্রান্তিকর। চিকিৎসকরা তো আর রাজনীতি করেননি, লড়াই করেননি। তাঁদের অভিজ্ঞতা কম। তাঁরা যে সাহস দেখিয়েছেন তাঁকে কুর্নিশ জানাতে হয়। কিন্তু তাঁদের দেখে যা হাজার সাধারণ মানুষ পথে নেমেছিলেন, রাজনৈতিক দল পথে নেমেছিলেন, তার ফল কি? এটা তো বিশ্বাসঘাতকতা হয়ে যাবে, যদি কিছু না করা হয়।"

তৃণমূলের রাজ্য সহ সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, "উপনির্বাচনে বিজেপির জমানত জব্দ হবে। তা বুঝতে পেরেই বিজেপি নেতারা আবোল-তাবোল বকছেন।"

আবাস নিয়ে এবারে সতর্ক করলেন জগদীশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রীর পর এবার কোচবিহারের সাংসদ জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া। আবাস নিয়ে দলীয় কর্মীদের সতর্ক করার পালা চলছে কোচবিহারে। দিন কয়েক আগে দলের কোচবিহার জেলার আয়োজনে বিজয়া সম্মিলনী করা হয় কোচবিহার রবীন্দ্রভবনে। সেখান থেকে আবাস যোজনায় টাকা তোলা নিয়ে দলীয় কর্মীদের সতর্ক করেছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। বিরোধীদের কটাক্ষ, তৃণমূল যে দুর্নীতিগ্রস্ত একটি দল তা তাদের নেতাদের বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট। জগদীশ বলেন, "আবাস যোজনায় কোনও দুর্নীতি আমরা মেনে নেব না। সে কথা স্পষ্টভাবে দলের নেতা-পঞ্চায়েত সদস্যদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। যদি কোনও পঞ্চায়েত সদস্য বা কেউ এমন ঘটনার সঙ্গে যুক্ত হয় তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ব্লক প্রশাসনিকের আধিকারিককে আমরা সে কথা জানিয়ে দিয়েছি।" কোচবিহারে দলের বিজয়া সম্মিলনীর অনুষ্ঠানে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ সরকারি প্রকল্পে ঘর তৈরির কথা বলে জেলার কিছু গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় টাকা তোলা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছিলেন। জেলার অধিকাংশ গ্রাম পঞ্চায়েত তৃণমূলের দখলে স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর নিশানায় যে দলেরই প্রধান, পঞ্চায়েত সদস্যদের একাংশ ছিলেন তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। উদয়ন পরে জানিয়েছিলেন, তাঁর কাছে ওই সংক্রান্ত কিছু অভিযোগ এসেছিল বলেই তিনি সতর্ক করেছিলেন। উদয়নের ওই বক্তব্য নিয়ে তোপ দেগেছিলেন গ্রেটার কোচবিহার পিপলস নেতা বংশীবদন বর্মণ। তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন যদি কর্মীরা টাকা তোলেন তাহলে তা নেতাদের কাছে পৌঁছায়। সেক্ষেত্রে উদয়নও দুর্নীতিতে অভিযুক্ত। তা নিয়ে বংশীবদন বর্মণের বিরুদ্ধে পাল্টা তোপ দেগেছিলেন উদয়ন ঘনিষ্ঠ দিনহাটার তৃণমূল নেতারা। তাঁরা বংশীবদনের রাজবংশী প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছিলেন।

বিজেপির কোচবিহার জেলার সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু বলেন, "তৃণমূল মানেই দুর্নীতি। একের পর এক দুর্নীতির অভিযোগ প্রত্যেক নেতা, মন্ত্রী থেকে সাংসদ প্রত্যেকের বিরুদ্ধে রয়েছে। আবাস যোজনায় দুর্নীতির ঘটনা কারও অজানা নয়। গ্রামে গ্রামে সাধারণ গরিব মানুষদের বঞ্চিত করে তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের নাম আবাস তালিকায় রাখা হয়েছিল। স্বাভাবিক ভাবেই স্বচ্ছতা বিষয়টি তৃণমূল নেতাদের মুখে শোনা মানে হাস্যকর।" এর আগে আবাস যোজনা নিয়ে কোচবিহারে একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল। অভিযোগ ওঠে, আবাস যোজনায় ঘর পাইয়ে দেওয়ার টোপ দেখিয়ে আগাম কমিশন হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। সে সব খতিয়ে দেখতে গত বছরের গোঁড়ার দিকে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল কোচবিহারে এসেছিল। একাধিক গ্রাম ঘুরেও দেখেন ওই প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। এবারে ফের আবাস নিয়ে সমীক্ষার কাজ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় শুরু হয়েছে। উপনির্বাচনের বিধিনিষেধের কারণে কোচবিহার জেলায় এখনও ওই কাজ শুরু হয়নি বলে জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিক জানিয়েছেন। তার মধ্যেই তা নিয়ে সরগরম কোচবিহার।

স্বতাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কতৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96